৮ কারক ও বিভক্তি

সংজ্ঞা ঃ বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্য পদের যে সম্বন্ধ তাকে কারক বলে। যেমন ঃ রানা পড়ে। এখানে 'পড়ে' পদটি একটি ক্রিয়াপদ। 'রানা পড়ে' বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ 'পড়ে'-র সাথে অপর পদ 'রানা'—এই বিশেষ্য পদের একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে এটি একটি বাক্য। এই সম্পর্কটিই কারক।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কারকের সংজ্ঞা, ক্রিয়ার সাথে যে পদের কোনও অন্বয় থাকে, তাকে কারক বলে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাক্যে ক্রিয়াপদের সাথে যে নামপদের (বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের কিংবা বিশেষ্যের অর্থে ব্যবহৃত কোন পদের) সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, তাকে কারক বলে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, বাক্যে ক্রিয়ার সাথে যে পদ অন্বিত বা সংশ্লিষ্ট থাকে তাই কারক। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, ক্রিয়া আছে এমন বাক্যে যে বা যেসব নামপদ ক্রিয়ার সাথে অন্বয়যুক্ত থাকে, সে বা সেসব নামপদের ক্রিয়ার সাথে যে অন্বয় বা সম্বন্ধ তারই নাম কারক।

বাক্যকে অর্থবহ করার জন্য কারক-সম্বন্ধের প্রয়োজন। বাক্যে ব্যবহৃত পদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক না থাকলে তা যথার্থ বাক্য হয় না। মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্য গঠিত হয়। আর এই বাক্যে এক বা একাধিক ক্রিয়াপদ থাকে। ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ বর্তমান থাকে। তবে প্রত্যেক বাক্যে সকল পদই বর্তমান থাকবে এমন নয়, মনের ভাব প্রকাশের জন্য যেসব পদের দরকার শুধু সেসব পদই থাকবে। একটিমাত্র পদ দিয়েও বাক্য হতে পারে। 'যাও'—এটি একটি অর্থবহ বাক্য। 'ভাল ?'—এটিও বাক্য। বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকবে। সে ক্রিয়ার সাথে অন্য পদের সম্পর্ক নিয়েই কারক। কখনও ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে। 'রানী ভাল মেয়ে'—এই বাক্যে 'হয়' ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে। কারক নির্ণয়ের বেলায় উহ্য হয়ে থাকা ক্রিয়ার খোঁজ নিতে হবে।

শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বলে 'পদ'। পদ পাঁচ প্রকার ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া। বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণকে একত্রে বলা হয় নামপদ। বাক্যের কোনও পদই খাপছাড়া নয়। পদগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোনও না কোনও সম্বন্ধ থাকে। ব্যাকরণে এই সম্বন্ধকে বলে 'অন্বয়'। নামপদের সাথে ক্রিয়াপদের যে অন্বয় তাই কারক।

ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যের অন্য পদের সম্পর্কের বৈচিত্র্য আছে। কর্তা একা ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে না, তার সহযোগী দরকার। ক্রিয়া যত বড় হবে কর্তার আয়োজনও বাড়বে। যেমন— কোন ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কারও কর্তৃত্ব দরকার। ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কর্তার কোন অবলম্বন দরকার হতে পারে। আবার ক্রিয়া করার জন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির সাহায্য নিতে হতে পারে। ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান বা আধার বা কালেরও দরকার। এভাবে কোন ক্রিয়া সম্পাদনে যার বা যা কিছুর কোন না কোন সম্পর্ক ক্রিয়ার সাথে বর্তমান থাকে, সেই সম্পর্কের সমষ্টিগত নামই কারক।

বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্য পদের সম্পর্ক নির্ণীত হয় কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্যে। 'রানী বই পড়ে'—এই বাক্যে 'পড়ে' ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজতে গেলে যে প্রশ্ন আসে তা হল 'কে' ও 'কি'। কে পড়ে ? উত্তর ঃ রানী। কি পড়ে ? উত্তরঃ বই। তাহলে 'রানী' পদের সঙ্গে 'পড়ে' ক্রিয়ার সম্পর্ক পাওয়া যায় 'কে' প্রশ্ন দিয়ে এবং 'বই' পদের সঙ্গে 'পড়ে' ক্রিয়া পদের সম্পর্ক পাওয়া যায় 'কি' প্রশ্ন দিয়ে। তারা বল খেলে। এ বাক্যে কি দিয়ে খেলে— এ প্রশ্ন থেকে 'বল' পদের সম্পর্ক

মিলে। গরিবকে পয়সা দাও।—কাকে দাও এ প্রশ্ন করে 'গরিবকে' পদের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক পাওয়া যায়। তিলে তেল হয়—এ বাক্যে কোথা থেকে হয়—এ প্রশ্ন করে 'তিলে' পদের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক বের করা চলে। ক্লাসে ছাত্র আছে—এ বাক্যে কোথায় আছে এ প্রশ্ন করে 'ক্লাসে' পদের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। সকালে কলেজ বসে—এ বাক্যে কখন বসে এ প্রশ্ন করে 'সকালে' পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদকে অন্বিত করা যায়। কে, কি, কি দিয়ে, কাকে, কোথা থেকে, কোথায় বা কখন—এসব প্রশ্ন করে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য পদের সম্পর্ক বের করা সম্ভব। এই বৈচিত্র্যময় সম্পর্কের প্রেক্ষিতেই কারক নির্ণয় করতে হয়।

বাংলা কারকের সমস্যা সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, "বাক্যান্তর্গত নামপদের সহিত ক্রিয়ার যে অন্বয় তাহার নাম কারক হইলে, বাংলায় যে সমস্ত বাক্য বিনা-ক্রিয়াপদে রচিত হয়, সে সমস্ত বাক্যে কারক থাকে কি না,—ইহা একটি বিচার্য বিষয়। সত্যই বাংলায় ক্রিয়া ব্যতীত অসংখ্য বাক্য রচিত হইয়া থাকে। যথা—

এক রাজা। তাঁর দুই রানী। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম সুয়োরানী এবং অপর জনের নাম দুয়োরানী। রাজার বিশ্বাস, সুয়োরানী খুব বুদ্ধিমতী আর দুয়োরানী সুয়োরানীর চেয়ে বুদ্ধিতে হীন। সুয়োরানীর সুখের সীমা নাই ; দুয়োরানীর দুঃখও অসীম। সকলের ধারণা এই যে, সুয়োরানীই দুয়োরানীর দুঃখের একমাত্র কারণ। দুয়োরানীর এই দুঃখের প্রতিকার কি ?

এই সমস্ত বাক্যে কোন প্রকারের ক্রিয়া-স্বীকার বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ভাষার মধ্যে যে সমস্ত নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, তাহার আবিষ্কারই যদি ব্যাকরণকারের কার্য হয় অর্থাৎ নিয়ম রচনা না করিয়া নিয়ম আবিষ্কার করাই যদি তাঁহার কাজ হয় (এবং তাহাই তাঁহার কাজ), তবে স্বীকার করিতে হইবে, উক্ত বাক্যগুলোতে ক্রিয়া নাই ; সুতরাং কারকও নাই। অতএব, কারক না থাকিলেও বাংলা বাক্য রচিত হইতে পারে ও হয়।"

যেমন ঃ

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে।

সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার।

কাক কালো কোকিল কালো।

এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে দৃষ্টান্ত দিয়ে কারকের সম্পর্ক দেখিয়েছিলেন তা এখানে দেখানো যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন, "চারু, তুমি তোমার বাগান থেকে এক শ ভাল আম একটি লোক দিয়ে তকীকে বর্ধমানে পাঠিয়ে দিবে ?" এ বাক্যে (১) 'দিবে' ক্রিয়াটি কে করবে ? 'তুমি' ; (২) কি দিবে ? 'আম' ; (৩) কাকে দিয়ে দিবে ? 'লোক দিয়ে' ; (৪) কাকে পাঠিয়ে দিবে ? 'তকীকে' ; (৫) কোথা থেকে দিবে ? 'বাগান থেকে' ; (৬) কোথায় দিবে ? 'বর্ধমানে'। 'দিবে' ক্রিয়ার সাথে 'তুমি', 'আম', 'লোক', 'তকী', 'বাগান', 'বর্ধমান'—এই ছয়টি পদের এক এক রূপ অন্বয় বা সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য এগুলোকে এক একটি কারক বলা হয়।

ক্রিয়ার সাথে বাক্যের পদের সম্পর্কের প্রেক্ষিতে যে ছয়টি রূপ পাওয়া যায় তার বিবেচনায় কারকের ছয়টি শ্রেণীবিভাগ হয়ে থাকে। তাই কারক ছয় প্রকার। যেমন ঃ কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

কারকগুলোর পরিচয় এ রকম হতে পারে ঃ

১. **কর্তৃকারক ঃ** যে ক্রিয়া সম্পাদন করে। যেমন ঃ রানা পড়ে। কে পড়ে ?—'রানা'। 'রানা' কর্তৃকারক।

২. **কর্মকারক ঃ** যাকে অবলম্বনে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যেমন ঃ বই পড়ে। কি পড়ে ?—'বই'। 'বই' কর্মকারক।

৩. **করণ কারক ঃ** যা দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যেমন ঃ কলমে লিখি। কি দিয়ে লিখি ?—'কলমে'। 'কলমে' করণ কারক।

৪. **সম্প্রদান কারক** ঃ যাকে দান করা হয়। যেমন ঃ দীনে দয়া কর। কাকে দয়া করা হবে ?—'দীনে'। 'দীনে' সম্প্রদান কারক।

৫. **অপাদান কারক** ঃ যা থেকে হয়। যেমন ঃ তিলে তৈল হয়। কোথা থেকে হয় ?—'তিলে'। 'তিলে' অপাদান কারক।

৬. **অধিকরণ কারক** ঃ যে স্থানে বা যে সময়ে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যেমন ঃ পুকুরে মাছ আছে। কোথায় আছে ?—'পুকুরে'। পুকুরে অধিকরণ কারক। শুক্রবার কলেজ ছুটি।—কখন ? শুক্রবার। শুক্রবার অধিকরণ কারক।

তাহলে বিভিন্ন কারকে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য যে প্রশ্নগুলো ব্যবহার করতে হয় সেগুলো হল ঃ

১. কর্তৃকারক ঃ কে

২. কর্মকারক ঃ কি বা কি অবলম্বনে

৩. করণ কারক ঃ কি দিয়ে

৪. সম্প্রদান কারক ঃ কাকে

৫. অপাদান কারক ঃ কোথা থেকে

৬. অধিকরণ কারক ঃ কোথায় বা কখন

এসব প্রশ্নের আলোকে একটি বাক্যের বিভিন্ন কারক নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন ঃ

রাজধানীতে রাষ্ট্রপতি সরকারি ত্রাণভাণ্ডার থেকে স্বহস্তে বন্যার্তকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

এখানে ক্রিয়াপদ 'বিতরণ করেন।' প্রশ্নের সাহায্যে কারক নির্ণয় করতে হলে এভাবে বলতে হয় ঃ

১. কে বিতরণ করেন ? রাষ্ট্রপতি—কর্তৃকারক

২. কি বিতরণ করেন ? ত্রাণসামগ্রী—কর্মকারক

৩. কি দিয়ে বিতরণ করেন ? স্বহস্তে—করণ কারক

৪. কাকে বিতরণ করেন ? বন্যার্তকে—সম্প্রদান কারক

৫. কোথা থেকে বিতরণ করেন ? সরকারি ত্রাণভাণ্ডার থেকে—অপাদান কারক

৬. কোথায় বিতরণ করেন ? রাজধানীতে— অধিকরণ কারক।

যেসব বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রশ্ন উল্লেখ করে কারক নির্ণয় করা হয়, তা থেকে ধারণা করা যায় যে, ক্রিয়াপদের সাথে অন্যান্য পদের কোন না কোন সম্পর্ক বিদ্যমান। বাক্যের ক্রিয়াপদের সাথে অন্য পদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা অথবা কি ধরনের সম্পর্ক আছে—তা বিবেচনা করেই কারক নির্ণয় করা হয়।

'কারক' কথাটির বুৎপত্তির দিক থেকে অর্থ ঃ 'যে করে' (কৃ + ণক = কারক)। এ অর্থের প্রেক্ষিতে ক্রিয়া সম্পাদনের আধার, উপকরণ, কারণ, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় প্রয়োজনীয়। আর এ প্রয়োজন সাধনের দিক থেকেই অন্য পদের সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক বের করা চলে।

সম্বন্ধ পদ কারক নয়। সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ হিসেবে বিবেচিত হলেও ক্রিয়াপদের সাথে এদের সম্পর্ক না থাকার জন্য এরা কারক নয়।

বিশেষ্য বা সর্বনামের সাথে অন্য বিশেষ্য বা সর্বনামের সম্বন্ধ থাকলে আগের বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে সম্বন্ধ পদ বলে। 'র', 'এর' প্রভৃতি বিভক্তি সম্বন্ধ পদের সাথে যুক্ত হয়ে বাক্যের পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন ঃ গাছের পাতা, পড়ার বই, মনের কথা, আমার কলম ইত্যাদি পদে গাছের, পড়ার, মনের, আমার সম্বন্ধ পদ।

সম্বন্ধ পদ নিয়ে তৈরি বাক্যে ক্রিয়াপদের সাথে সম্বন্ধ পদের কোন সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। যেমন ঃ গাছের পাতায় শিশির জমেছে। কোথায় জমেছে—পাতায়। 'গাছের' সম্বন্ধ পদের সাথে 'জমেছে' ক্রিয়ার যোগ নেই। 'আমার কলম হারিয়ে গেছে।'—বাক্যে ক্রিয়া 'হারিয়ে গেছে'-র সাথে কলম-এর সম্পর্ক আছে। কিন্তু 'আমার' এই সম্বন্ধপদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই বলে 'আমার' সম্বন্ধ পদ কারক নয়।

সম্বোধন পদ কারক নয়। সম্বোধন পদও বাক্যের অংশ, কিন্তু ক্রিয়াপদের সাথে তার কোন সম্পর্ক না থাকায় তাকে কারক বিবেচনা করা যায় না। যাকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন ঃ ও হে রানা, তুমি এদিকে এস। হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান। এখানে 'ও হে রানা', 'হে দারিদ্র্য' সম্বোধন পদ। 'এস' ক্রিয়া পদের সাথে সম্পর্ক 'তুমি' পদের—'ওহে রানার' নয়। 'করেছ' ক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক 'তুমি' পদের—'হে দারিদ্র্য' সম্বোধন পদের নয়। ক্রিয়াপদের সাথে যেহেতু সম্বোধন পদের সম্পর্ক নেই সেজন্য তা কারক বলে বিবেচিত হয় না।

সম্বোধন পদে লিঙ্গ অনুসারে হে, ওহে, গো, ওগো ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। তবে সম্বোধন-আহ্বান-জ্ঞাপক কোন অব্যয়ের ব্যবহার না করাই খাঁটি বাংলা রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ আল্লাহ, আমাকে মাফ করুন। বুলবুলি, তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল।

বিভক্তি

বিভক্তি বলতে সে-সব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বোঝায় যেগুলো শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বাক্য গঠনের জন্য পদ সৃষ্টি করে এবং ক্রিয়াপদের সাথে অন্য পদের সম্পর্ক নির্ণয় করতে সাহায্য করে। বিভক্তির সংজ্ঞাটি এভাবে নির্দেশ করা যায় ঃ বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর মধ্যে অন্বয় বা সম্পর্ক সাধনের জন্য যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের শেষে যুক্ত হয়, সেগুলোকে বিভক্তি বলে। যেমন ঃ বইতে দেখ। এখানে 'বই' শব্দের সাথে 'তে' যুক্ত হয়ে 'বইতে' পদ তৈরি হয়েছে। 'তে' এখানে বিভক্তি। ক্রিয়াপদ 'দেখ'-র সাথে বইয়ের সম্পর্ক বের করার জন্য এই 'তে' বিভক্তি যোগ করা দরকার। তাই কারক ও পদ বোঝানোর জন্য বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সাথে যে কতগুলো অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি প্রয়োগ হয় তাদের বিভক্তি বলে।

শব্দকে বাক্যে ব্যবহারের জন্য বিভক্তির প্রয়োজন। শব্দগুলো যখন বাক্যে স্থান পায় তখন পারস্পরিক অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সাথে বিভক্তি যুক্ত হয়। বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। রানীকে ডাক। এই বাক্যে 'রানী' একটি শব্দ, এর সাথে কে যুক্ত হয়ে 'রানীকে' পদের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা ভাষায় কারক অপেক্ষা বিভক্তি বা বিভক্তিস্থানীয় পদের প্রাধান্য বেশি। কারণ বাংলা ভাষায় কারক না হলেও বাক্য রচনা করা যায়, কিন্তু বিভক্তি বা বিভক্তি-স্থানীয় শব্দের অভাবে কোন বাক্য রচিত হতে পারে না।

বাক্যের বিভিন্ন পদ বিশ্লেষণ করলে তার দুটি অংশ দেখা যায়। একটি শব্দ এবং অপর অংশটি বিভক্তি। পদ বিশ্লেষণ করে বিভক্তি বের করা যায়। যেমন ঃ কলমে লেখ। এখানে কলম শব্দও এ বিভক্তি। আবার রীনা পড়ে।—এ বাক্যে রীনা পদে কোন বিভক্তি নেই। 'রীনা' শব্দটি বিভক্তিহীন হয়েই পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বিভক্তির কোন চিহ্ন নেই বলে তা শূন্য বিভক্তি। শূন্য বিভক্তি ছাড়া অন্যান্য বিভক্তির চিহ্ন বর্ণ, বর্ণসমষ্টি বা শব্দের সাহায্যে তৈরি হয়। এসব বিভক্তির মধ্যে কে, রে, এ, য়, তে— এদের নিজের কোন অর্থ নেই। অন্য পদের সাথে যুক্ত হয়ে এরা অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের বিভক্তিগুলোকে বলে মৌলিক বিভক্তি। অপর দিকে 'হতে, থেকে, চেয়ে, বিনা, তরে' প্রভৃতি বিভক্তি এক একটি শব্দ। এগুলোকে বলে শব্দবিভক্তি। অনুসর্গজাতীয় এসব বিভক্তি চিহ্ন পদের সাথে ব্যবহৃত না হলেও তাদের অর্থ আছে। এদের 'অনুসর্গ বিভক্তি' বলা হয়।

বিভক্তির বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে তাদের সাত ভাগে ভাগ করা যায়। সাত প্রকার বিভক্তির নাম ঃ প্রথমা বা শূন্য, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি। বিভক্তিগুলোর একবচন ও বহুবচন রয়েছে। বিভিন্ন বিভক্তির একবচন ও বহুবচন একটি ছকে দেখানো যায় ঃ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বা শূন্য /১মা	শূন্য (০), অ	রা, এরা
দ্বিতীয়া /২য়া	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগের, দেরে
তৃতীয়া /৩য়া	দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক	দিগের দ্বারা, দের দ্বারা দিক কর্তৃক, দের দিয়ে
চতুর্থী /৪র্থী	কে, রে, এরে	দিগকে, দেরকে, দের
পঞ্চমী /৫মী	হতে, হইতে, থেকে, চেয়ে	দের / দিগের থেকে, চেয়ে, হইতে, হতে
ষষ্ঠী /৬ষ্ঠী	র, এর	দিগের, দের
সপ্তমী /৭মী	এ, য়, তে	দিগেতে, দিগে

বাংলায় বিভক্তি ব্যবহারের বেলায় কোন কারকে কোন বিভক্তির প্রয়োগ হবে তার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। একই কারকে যেমন বিভিন্ন বিভক্তি ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি বিভিন্ন কারকে একই বিভক্তির প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বিশেষ বিশেষ কারকের জন্য বিশেষ বিশেষ বিভক্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। সংস্কৃত নিয়মে কোন কারকে কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হবে তার তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ

কর্তৃকারকে	প্রথমা বিভক্তি	শূন্য (কোন চিহ্ন থাকে না)
কর্মকারকে	দ্বিতীয়া বিভক্তি	কে, রে
করণ কারকে	তৃতীয়া বিভক্তি	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক
সম্প্রদান কারকে	চতুর্থী বিভক্তি	কে, রে
অপাদান কারকে	পঞ্চমী বিভক্তি	হইতে, চাইতে, হতে, থেকে
সম্বন্ধ পদে	ষষ্ঠী বিভক্তি	র, এর
অধিকরণ কারকে	সপ্তমী বিভক্তি	এ, য়, তে

বাংলায় এই নিয়মটি পালন করা হয় না। বাংলায় সব কারকে একই বিভক্তি প্রয়োগ হতে পারে। যেমন ঃ

সকল কারকে সপ্তমী বিভক্তি

কর্তৃকারক ঃ **লোকে** বলে।
কর্মকারক ঃ জিজ্ঞাসিব **জনে জনে**।
করণ কারক ঃ **কলমে** লেখ।

সম্প্রদান কারক ঃ **দীনে** দয়া কর।
অপাদান কারক ঃ **তিলে** তৈল হয়।
অধিকরণ কারক ঃ **তিলে** তৈল আছে।

আবার একই কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ হতে পারে। যেমন ঃ

কর্তৃকারকে ঃ	শূন্য বিভক্তি	ঃ	**গাড়ি** চলল। **পাখি** ডাকছে।
	দ্বিতীয়া বিভক্তি	ঃ	**তোমাকে** লিখতে হবে। **আমাকে** ক্লাসে যেতে হবে।
	তৃতীয়া বিভক্তি	ঃ	ভাল ছাত্র **দিয়ে** ভাল ফল হয়। রবি ঠাকুর **কর্তৃক** গীতাঞ্জলি লিখিত।
	চতুর্থী বিভক্তি	ঃ	**সকলকে** মরতে হবে।
	পঞ্চমী বিভক্তি	ঃ	**আমা** হতে এ কার্য হবে না সাধন।
	ষষ্ঠী বিভক্তি	ঃ	এটা **তোমার** বিবেচ্য। **আমার** পড়া হয়েছে।
	সপ্তমী বিভক্তি	ঃ	**রতনে** রতন চিনে। **লোকে** বলে।

বিভক্তি নির্ণয় ঃ সংস্কৃতের মত বাংলায় কোন কারকের জন্য নির্দিষ্ট কোন বিভক্তি নেই বলে বিভক্তি দিয়ে বাংলায় কারক চেনা যায় না। বাংলা সকল কারকে প্রায় সব বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। তাই কারক চেনার সহজ উপায় নেই। বাক্যে ক্রিয়ার সাথে নামপদগুলোর সম্বন্ধ চিহ্নিত করতে না পারলে কারক চেনা যাবে না। তাই বাংলা বাক্যে কারক নির্ণয়ের জন্য ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য পদের সম্বন্ধ স্থির করে নিতে হয়। এটাই বাংলা কারক চেনার একমাত্র উপায়। কোন বাক্যের বিশেষ কোন পদের বিভক্তি নির্ণয় করার সময় মূল শব্দটি কি এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত কোন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বিভক্তি হিসেবে যুক্ত হয়েছে তা খুঁজে বের করতে হয়। যেমন ঃ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। এখানে 'বুলবুলিতে' পদে মূল শব্দ 'বুলবুলি', আর অতিরিক্ত 'তে'—সপ্তমী বিভক্তি। লোকে বলে—এখানে 'লোকে' পদের 'লোক' শব্দ + এ বিভক্তি। 'বৃষ্টি হচ্ছে'—এই বাক্যে 'বৃষ্টি' পদে অতিরিক্ত কোন বর্ণ নেই। তাই তা শূন্য বা প্রথমা বিভক্তি। 'সাপুড়ে সাপ খেলে'—এই বাক্যে 'সাপুড়ে' পদে অতিরিক্ত বর্ণ না থাকায় তা শূন্য বিভক্তি—সাপুড়ে + ০ বিভক্তি হয়েছে। এভাবে পদের মূল শব্দটিকে আলাদা করে নিয়ে অতিরিক্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে বিভক্তির চিহ্ন হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে এবং বিভক্তির নাম অনুসারে নাম উল্লেখ করতে হবে।

পরীক্ষায় মোটা অক্ষরে লেখা অথবা নিম্নরেখ শব্দের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করতে বলা হয়। প্রথমে কারক নির্ণয় করে তারপর বিভক্তি নির্ণয় করা দরকার। কারক নির্ণয়ের বেলায় ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্য পদের সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয়। এর জন্য কতগুলো প্রশ্ন দিয়ে ক্রিয়ার সাথে অন্য পদের সম্পর্ক মিলাতে হয়। যে কারকের প্রশ্ন দিয়ে পদের সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক মিলে সে কারকের নামে পদের কারক চিহ্নিত করতে হয়। তারপর আসে বিভক্তির ব্যাপারটি। পদের বিশ্লেষণ করে শব্দ ও বিভক্তির চিহ্ন পৃথক করতে হবে এবং বিভক্তির চিহ্নের পরিচয় অনুসারে বিভক্তির নাম নির্ধারণ করা যায়। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

১. **পাখি** সব করে রব **রাতি** পোহাইল।—এ বাক্যে দুটি ক্রিয়া 'করে রব' এবং 'পোহাইল'। কে করে রব ?—পাখি। কে প্রশ্নটি কর্তৃকারকের। তাই 'পাখি' কর্তৃকারক। কোন বিভক্তি চিহ্ন নেই বলে তা শূন্য বিভক্তি। কি পোহাইল ?—রাতি । 'রাতি' কর্ম কারক, শূন্য বিভক্তি।

২. আমারি সোনার **ধানে** গিয়াছে ভরি।—কিসে ভরেছে—ধানে। 'ধানে' করণ কারক— সপ্তমী বিভক্তি।

৩. **সৎপাত্রে** কন্যাদান কর। এ বাক্যে কাকে দান করা ?—সৎপাত্রে। 'সৎপাত্র' সম্প্রদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

৪. **বিপদে** মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা।—কোথা থেকে রক্ষা করবে ?— বিপদ থেকে, বিপদে অপাদান কারক, সপ্তমী বিভক্তি।

৫. সে **বাড়ি** নেই। এ বাক্যে কোথায় নেই ?—বাড়ি। বাড়ি অধিকরণ কাবকে শূন্য বিভক্তি।

শুক্রবার কলেজ ছুটি।—কখন ছুটি ? শুক্রবার—অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তি।

কোন নির্দিষ্ট কারকের জন্য কোন নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। সকল কারকে প্রায় সকল বিভক্তির প্রয়োগ হতে পারে। তাই কারক নির্ণয়ে বিভক্তির ভূমিকা নেই। বরং কারক নির্ণয়ের বেলায় ক্রিয়া পদের সাথে নামপদের সম্পর্ক বিচার করতে হবে। তাই মনে রাখা দরকার ঃ

১. যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা কর্তৃকারক।
২. যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা কর্মকারক।
৩. যার সাহায্যে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা কবণ কারক।
৪. যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান করা হয় তা সম্প্রদান কারক।
৫. যা থেকে ক্রিয়ার কাজ উৎপন্ন হয় তা অপাদান কারক।
৬. যে স্থানে বা সময়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তা অধিকরণ কারক।

মনে রাখতে হবে বাংলা বাক্য কারক-প্রধান নয়, বিভক্তি প্রধান। ক্রিয়া ছাড়াও বাক্য গঠিত হতে পারে। রানা ভাল ছেলে। সে বেশ চালাক। রানী সুন্দরী। সে বেশ পড়ুয়া।—এসব বাক্যে ক্রিয়া নেই। কিন্তু বাক্য হয়েছে। তাই বলা যায় কারক ছাড়াও বাংলা ভাষা চলতে পারে।

কি ধরনের শব্দে কি বিভক্তি যোগ করা হয় ঃ

১। অপ্রাণী বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে 'রা' যুক্ত হয় না। এতে গুলি, গুলা, গুলো যুক্ত হয়। যেমন ঃ পাথরগুলো, গরুগুলো ইত্যাদি।

২। অপ্রাণিবাচক শব্দের পরে 'কে' বা 'রে' বিভক্তি যোগ হয় না, শূন্য বিভক্তি হয়। যেমন ঃ বই দাও।

৩। স্বরান্ত শব্দের পরে 'এ' বিভক্তির রূপ হয়—'য়' বা 'য়ে'। 'এ' স্থানে 'তে' বিভক্তি যোগ হতে পারে। যেমন ঃ মা-এ = মায়ে, ঘোড়া-এ ঘোড়ায়, পানিতে ইত্যাদি।

৪। অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পরে প্রথমায় 'রা' স্থানে 'এরা' হয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তির 'র' স্থানে 'এর' যুক্ত হয়। যেমন ঃ লোক + রা = লোকেরা, মানুষ + র = মানুষের। কিন্তু খাঁটি বাংলা শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'র' যুক্ত হয়, সাধারণত 'এর' যুক্ত হয় না। যেমন ঃ বড়র, আমার ইত্যাদি।

বিভক্তিগুলো ছাড়া বিভক্তি স্থানীয় কতিপয় শব্দ বিভক্তি হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। তাদের অনুসর্গ, পবসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। যেমন ঃ দ্বারা, দিয়ে, দিয়া, কর্তৃক—এগুলো তৃতীয়া বিভক্তি হিসেবে পরিচিত। আর হইতে, হতে, থেকে প্রভৃতি অনুসর্গ পঞ্চমী বিভক্তি নামে চিহ্নিত হয়। যেমন ঃ

আমা দ্বারা এ কাজ হবে না।—কর্তৃকারক
ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাট।—করণ কারক
ছাদ থেকে দেখা যায়।—অধিকরণ কারক
রূপের চেয়ে গুণ বড়।—অপাদান কারক
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু।—সম্প্রদান কারক।

কারকের শ্রেণী

কারক ছয়টি ঃ কর্তৃ কারক, কর্ম কারক, করণ কারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক ও অধিকরণ কারক।

কর্তৃকারক

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন ঃ **ছাত্র** পড়ে। কে পড়ে ? ছাত্র। 'ছাত্র' কর্তৃকারক। **মীরা** গান গায়। **মিতা** নাচে। কাজটি যে করে, সেই কর্তৃকারক। অপরের অধীন না হয়ে নিজে ক্রিয়া সম্পাদন করলে সে হয় কর্তা। কর্তৃকারক নির্ণয়ের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে—'কে' ? যেমন ঃ শিক্ষক পড়াচ্ছেন। কে পড়াচ্ছেন ? শিক্ষক। এখানে 'শিক্ষক' কর্তৃকারক।

কর্তৃকারকের কতিপয় দৃষ্টান্ত

১. **আমাকে** কুরআন পড়তে হবে।
২. **শ্রদ্ধাবান** লভে জ্ঞান **অন্যে** কভু নয়।
৩. **দশে** মিলে করি কাজ।
৪. পাছে **লোকে** কিছু বলে।
৫. **মানুষ** ভাবে এক, হয় আর।

মুখ্য কর্তা ঃ যে নিজে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে মুখ্য কর্তা বলে। যেমন ঃ **রানা** পড়ে।

অনুক্ত কর্তা ঃ উত্তম ও মধ্যম পুরুষে কর্তা অনুক্ত থাকলে তাকে অনুক্ত কর্তা বলে। যেমন ঃ বই পড়ি। এখানে 'আমি' অনুক্ত কর্তা।

ব্যতিহার কর্তা ঃ একাধিক কর্তার পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পাদন বোঝালে তা ব্যতিহার কর্তা বোঝায়। যেমন ঃ **পণ্ডিতে পণ্ডিতে** তর্ক করে।

প্রযোজক কর্তা ঃ যে অপরকে দিয়ে কাজ করায় তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন ঃ **শিক্ষক** ছাত্রকে বই পড়াচ্ছেন।

প্রযোজ্য কর্তা ঃ যাকে কাজ করায় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন ঃ মা **ছেলেকে** ভাত খাওয়াচ্ছেন।

সমধাতুজ কর্তা ঃ যে কর্তা ক্রিয়াপদ থেকে উৎপন্ন হয় তাকে সমধাতুজ কর্তা বলে। যেমন ঃ **বাজনা** বাজে।

কর্তৃকারকে বিভক্তির প্রয়োগ ঃ

প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি ঃ সূর্য উঠলে রাতের আঁধার দূর হয়।

সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ **নাগবালা। সভাপতি** এলে সবাই উঠে দাঁড়াল। **রানী** নামে এখানে কেউ নেই। **রাজা** প্রজা পালন করেন। **সাপুড়ে** সাপ খেলায়। **বৃষ্টি** পড়ে। **রাখাল** গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। **শিশুগণ** দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।

দ্বিতীয়া বিভক্তি ঃ বেবিকে ঢাকা যেতে হবে। **আমাকে** যেতে হবে। **তোমাকে** উপন্যাস পড়তে হবে।

তৃতীয়া বিভক্তি ঃ মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক স্বাধীনতা আসে। **তাকে দিয়ে** এ কাজ হবেই। **কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক** বিদ্রোহী কবিতা রচিত হয়েছিল।

চতুর্থী বিভক্তি ঃ সকলকে মরতে হবে।

পঞ্চমী বিভক্তি ঃ আমা হতে এ কাজ হবে না সাধন।

ষষ্ঠী বিভক্তি ঃ তোমার যাওয়া উচিত। এ কাজ **সকলের** বাঞ্ছনীয়। **আমার** কুরআন শরীফ পড়া হয়েছে।

সপ্তমী বিভক্তি ঃ লোকে বলে। **চণ্ডীদাসে** কয় শুন পরিচয়। **পাগলে** কি না বলে **ছাগলে** কি না খায়। **বাঘে গরুতে** এক ঘাটে পানি খায়। **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে।

কারক ও বিভক্তি নির্ণয় ঃ

হাসান লিখেছে।—কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি।

তোমাকে যেতে হবে।—কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি।

আমা দ্বারা এমন কাজ হয়নি।—কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি।

কোথাও **আমার** হারিয়ে যেতে নেই মানা।—কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি।

রতনে রতন চিনে।—কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি।

বোকার ফসল **পোকায়** খায়।—কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি।

কর্মকারক

যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে কর্মকারক বলে। যেমন ঃ রানু **বই** পড়ে। রানুর পড়ার কাজ **বই** অবলম্বনে সম্পাদিত হয় বলে **বই** কর্মকারক। ক্রিয়ার বিষয়কে বলে কর্ম। খুকি **ভাত** খায়। খুকি কি খায়? ভাত। 'ভাত' কর্মকারক। **বিহগে** ললিত গীত শিখায়েছ ভালবেসে। —শেখানো কাকে অবলম্বনে হয়েছে? —'বিহগে'। বিহগে কর্মকারক। মীরা **ফুল** তুলছে। কি তুলছে? ফুল। 'ফুল' কর্মকারক। অর্থ **অনর্থ** ঘটায়। কি ঘটায়? অনর্থ। 'অনর্থ' কর্মকারক।

কখনও কখনও কোন ক্রিয়ায় দুটি করে কর্ম থাকে। দুটির মধ্যে ক্রিয়াপদের সাথে যার মুখ্য বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাকে মুখ্য কর্ম বলে। ক্রিয়াপদের সাথে যার গৌণ সম্বন্ধ তাকে গৌণ কর্ম বলে। যেমন ঃ

মা **শিশুকে** (গৌণ) **চাঁদ** (মুখ্য) দেখাচ্ছেন।

আমাকে (গৌণ) একটি **গান** (মুখ্য) শোনাও।

কখনও বাক্যের কর্ম দিয়ে কর্মভাব সবটুকু প্রকাশিত হয় না। এক্ষেত্রে পরিপূরক কর্মের দরকার। তখন প্রধান কর্মটি উদ্দেশ্য কর্ম এবং পবিপূরক কর্মটি বিধেয় কর্ম বলে আখ্যাত হয়। যেমন ঃ মণিরে মান না মণি—এখানে 'মণিরে' উদ্দেশ্য কর্ম এবং 'মণি' বিধেয় কর্ম।

ক্রিয়া ও কর্ম যদি একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় তাহলে সে কর্মকে সমধাতুজ কর্ম বলা হয়। যেমন ঃ কি **ঘুম** ঘুমালে। সে চাপা **হাসি** হাসল। যা **খাওয়া** খেয়েছি। এমন **খেলা** খেলেছে।

কর্মকারকে বিভক্তির প্রয়োগ ঃ

শূন্য বিভক্তি ঃ **ডাক্তার** ডাক। **পিঁপড়ে** মেরো না। **বই** এনো। সামনে **বিপদ** দেখা যাচ্ছে। শিক্ষক **ব্যাকরণ** পড়ান। পণ্ডিতে পণ্ডিতের মতই **কথা** কয়। মানুষ একালে **বই** পড়ে না। বাঘে **মানুষ** খায়। তাকে অনেক **ঠেলা** ঠেলেছি। **শীঘ্র** বল। তুমি **কি** চাও? **ঘর** কৈনু বাহির, বাহির কৈনু **ঘর**।

দ্বিতীয়া বিভক্তি ঃ **ডাক্তারকে** ডাক। **রানাকে** বলা হয়েছে। ধন্য **তোমাকে**। রেখো মা **দাসেরে** মনে। **আগুনকে** ভয় করি, কিন্তু **কাঞ্চনকে** অবজ্ঞা করি না। **আমারে** করহ তোমার বীণা। **পাপীকে** ধিক। তোমার **বাণীরে** করিনি গ্রহণ।

পঞ্চমী বিভক্তি ঃ বাহির হতে দেখোনা এমন করে।

ষষ্ঠী বিভক্তি ঃ তার দেখা পাইনি।

সপ্তমী বিভক্তি ঃ জিজ্ঞাসিব **জনে জনে**। **বিপদে** যেন করিতে পারি জয়। ফুল দল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী **তরুবরে ?** আমি কি ডরাই সখি ভিখারী **রাঘবে ? গৃহহীনে** গৃহ দাও। **গুরুজনে** কর নতি। নাহি মানে **পাতসায়**।

কর্মকারকের বিভক্তি চিহ্নের প্রয়োগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'মানুষের বা জন্তু জানোয়ারের বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন নিয়ে শৈথিল্য করা হয়নি। 'গোপাল যদি সন্দেশের যোগ্য হয় তাহলে **গোপালকেই** সন্দেশ দেওয়া যায়।' কিন্তু যে বিশেষ্যপদ সাধারণবাচক, তার বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন কাজে লাগে না। যেমন 'রাখাল **গরু** চরায়', 'গরুকে' চরায় না। 'ময়রা **সন্দেশ** বানায়', 'সন্দেশকে বানায় না'। কিন্তু 'যে গাড়োয়ান **গরুকে** পীড়ন করে, সে ত কশাইয়েরই খুড়তুতো ভাই।' এখানে গরু যদিও সাধারণ বিশেষ্য, তবুও এখানে কর্মকারকে কে-বিভক্তি দ্বারা তার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ্যের মত ব্যবহার করা হল। 'ঝিকে মেরে **বৌকে** শেখানো'—এখানে 'ঝি', 'বৌ' বিশেষ বিশেষ্য নয়, সাধারণ বিশেষ্য, তবু 'কে' বিভক্তি গ্রহণ করেছে। এটা বেআইনি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আইন আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। রাখাল সাধারণ গরু চরিয়ে থাকে, সেই তার ব্যবসা। কিন্তু গাড়োয়ান গরুকে যে পীড়ন করে, সে একটা বিশেষ ঘটনা, না পিটোতেও পারত। বউয়ের উপকারের জন্য শাশুড়ি যদি ঝিকে মারে, সে একটা বিশেষ ব্যাপার, মারটা সাধারণ ঘটনা নয়। বলে থাকি, 'ময়রা মালপো তৈরি করে', 'মালপোকে তৈরি করে' বলিনে। কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলা অসম্ভব নয় যে, 'ময়রা মালপোকে করে তোলে জুতোর সুকতলা।' মালপো তৈরি করা সাধারণ ময়রা কর্তৃক সাধারণ ব্যাপার। সুকতলার মত মালপো তৈরি করাটা নিশ্চয়ই সাধারণ ব্যাপার নয়।'

কারক ও বিভক্তি নির্ণয় ঃ

আমার **ভাত** খাওয়া হল না।—কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু **টাকা**।— কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো।—কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

এমন **মেয়ে** দেখিনি।—কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

আমি **তোমা** বিনা আর কাকেও জানি না।—কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

খুব **ঠকান** ঠকিয়েছ।— কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

বৃথা গঞ্জ **দশাননে**।— কর্মকারকে সপ্তমী বিভক্তি।

আমারে করহ তোমার বীণা।—কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি।

সে **তিন দিন** পথ চলল।— কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

কোথা সে **ছায়া** সখি কোথা সে **জল**।— কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

ধৈর্য ধর বাঁধ বাঁধ **বুক**।— কর্ম কারকে শূন্য বিভক্তি।

প্রাণপণে চেষ্টা কর।—কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

কি **সাহসে** এমন কথা বললে।—কর্মকারকে সপ্তমী বিভক্তি।

করণ কারক

যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে করণ কারক বলে। যেমন ঃ আমরা **কানে** শুনি। কি দিয়ে শুনি ?—কান দিয়ে। কানে তাই করণ কারক। ক্রিয়া সম্পাদনের উপায় হিসেবে যা ব্যবহৃত হয় তা-ই করণ কারক। **কলমে** লিখি। **চোখে** দেখি। এসব ক্ষেত্রে 'কি দিয়ে'—এ প্রশ্ন করে যে জবাব মিলে তাই করণকারক।

করণ কারকের দৃষ্টান্ত ঃ

মন দিয়ে বিদ্যা অর্জন কর। **নৌকা** করে যাও। **উদ্যম** বিহনে কার পুরে মনোরথ। বড় হও নিজের **চেষ্টায়**। পাখিকে **তীর** মার। **ছাত্রদের দিয়ে** দেশের কাজ করাতে হবে।

করণ কারকে বিভক্তি ঃ

শূন্য বিভক্তি ঃ ছেলেরা **ফুটবল** খেলে। দুষ্টকে **চাবুক** মার। **লাঠি** মার। সে **তাস** খেলে। তারা **পাশা** খেলে।

তৃতীয়া বিভক্তি ঃ মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।

পঞ্চমী বিভক্তি ঃ আমা হতে এ কাজ হবে না সাধন।

ষষ্ঠী বিভক্তি ঃ ইট **পাথরের** বাড়ি সেথায়। **কালির** দাগ মুছে না।

সপ্তমী বিভক্তি ঃ ধর্মের কল **বাতাসে** নড়ে। এবার **ভাতে** মারব, **পানিতে** মারব। শিকারী বিড়াল **গোঁফে** চিনা যায়। জ্ঞানে বিমল আনন্দ হয়। বিনা **সুতায়** গাঁথে হার। **টাকায়** কি না হয় ? **টাকাতে** কি না হয় ?

বিভক্তি নির্ণয় ঃ

আমার সোনার **ধানে** গিয়াছে ভরি।—করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

নতুন **ধান্যে** হবে নবান্ন।—করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

টাকায় বাঘের দুধ মিলে।—করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

এ **কলমে** ভাল লেখা হয়।—করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

কলমের খোঁচা দিও না।—করণ কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি।

শিক্ষক **বেত** মারলেন।—করণ কারকে শূন্য বিভক্তি।

উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।—করণ কারকে শূন্য বিভক্তি।

সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা বোঝায় তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন ঃ **ভিখারিকে** টাকা দাও। এ বাক্যে ভিখারিকে স্বত্ব ত্যাগ করেই দান বোঝায়—তাই 'ভিখারিকে' সম্প্রদান কারক। 'কাকে' এ প্রশ্ন যুক্ত করে ক্রিয়াপদের সাথে সম্প্রদান কারকের সম্পর্ক বের করতে হয়। **গরিবকে** কাপড় দাও। এখানে কাকে দিবে ?—গরিবকে। গরিবকে সম্প্রদান কারক।

যাকে অভিপ্রায় করে দান করা যায় কিংবা ক্রিয়া দ্বারা যা বা যাকে অভিপ্রায় করা যায় তাই সম্প্রদান কারক। বাক্যে যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে দান ক্রিয়ার পাত্রকে বোঝায় তাকেই সম্প্রদান কারক বলে। যেখানে নিজের জিনিস অপরকে দান করা হয় সেখানেই প্রকৃত সম্প্রদান বোঝায়। দান না বোঝালে সম্প্রদান কারকের প্রশ্ন ওঠে না। ধোপাকে কাপড় দাও। এ বাক্যে ধোপাকে কাপড় দান করা বোঝায় না, ধোপাকে কাপড় কাচতে দেওয়া হয়। তাই তা সম্প্রদান কারক নয়। রানী ছিনতাইকারীকে দামী গয়না দিয়েছিল। এখানে ভয়ে বাধ্য হয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই 'ছিনতাইকারীকে' সম্প্রদান কারক নয়।

চাকরকে বেতন দাও, প্রজা রাজাকে কর দেয়, শিক্ষক ছাত্রকে পাঠ দিচ্ছেন, তাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিল—এসব ক্ষেত্রে সম্প্রদান কারক হয় না।

বিভক্তির প্রয়োগ ঃ সম্প্রদান কারকে চতুর্থ বিভক্তি (কে, রে) প্রধান বিভক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গঠন ও স্বরূপে চতুর্থী বিভক্তি ও দ্বিতীয়া বিভক্তি একই। কে, রে কর্মকারকে ব্যবহৃত হলে তা দ্বিতীয়া বিভক্তি। আবার কে, রে সম্প্রদান কারকে ব্যবহৃত হলে তাকে চতুর্থী বিভক্তি বলা হয়। বাংলায় কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি এক রকম হওয়াতে সম্প্রদান কারককে কর্মকারকের অন্তর্গত বিবেচনা করার পক্ষে অনেকে মত দিয়েছেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, কখনও কখনও কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকে একরূপ বিভক্তি হয় বলে বাংলা ব্যাকরণ থেকে সম্প্রদান কারক উঠিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক।

শূন্য বিভক্তি ঃ দিব **তোমা** শ্রদ্ধাভক্তি। **তোমা** দিব কিছু অর্থ এই মোর সাধ। সে **শক্তি** পূজা করে।

চতুর্থী বিভক্তি ঃ ভিক্ষা আমার **প্রভুরে** দেহ গো। **দরিদ্রকে** ধন দাও। **ছেলেকে** লজেন্স দিয়েছি।

ষষ্ঠী বিভক্তি ঃ দেশের জন্য প্রাণ দাও। **দেবতার ধন** কে যায় ফিরায়ে লয়ে।

সপ্তমী বিভক্তি ঃ সৎপাত্রে কন্যা দাও। মরণের আগে তিনি **আমায়** সব দিয়ে গেছেন। সৈন্যরা **যুদ্ধে** যাচ্ছে। তিনি **সমিতিতে** অনেক শ্রম দিয়েছেন।

বিভক্তি নির্ণয় ঃ

শুধু **বৈকুণ্ঠের** তরে বৈষ্ণবের গান ? —সম্প্রদান কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি।

চিররোগী কি **আশায়** বাঁচে ?—সম্প্রদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

আমায় একখানা বস্ত্র দাও।—সম্প্রদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

সমিতিতে চাঁদা দাও।—সম্প্রদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে।—সম্প্রদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ "বাংলাতে কর্ম কারকের ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি চিহ্ন একই হওয়াতে, কর্ম ও সম্প্রদানের রূপ অভিন্ন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট নহে, কিংবা এত সূক্ষ্ম যে, প্রসঙ্গ বা বক্তব্য অভিপ্রায় নির্দেশপূর্বক বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া না দিলে, সেই অর্থগত পার্থক্য অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলা ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার মূলে সম্পর্ক থাকিলেও ইহা চলে নিজের নিয়মে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণে সর্বত্রই সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা আছে, এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। বস্তুত বাংলাতে সম্প্রদান কারককে কর্ম কারকের অন্তর্গত করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই এবং তাহাই সমীচীন।'

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন,'সংস্কৃত ব্যাকরণের সাধারণ বিধি অনুসারে দানপাত্রের জন্য একটা নির্দিষ্ট বিভক্তি রহিয়াছে—চতুর্থী বিভক্তি। সাধারণত কর্মে দ্বিতীয়া ও সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি নির্দিষ্ট আছে। এই নির্দিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়াই কর্ম হইতে ভিন্ন একটা সম্প্রদান কারক বৈয়াকরণেরা খাড়া করিয়াছেন। নতুবা কেবল দানক্রিয়ার পাত্র বলিয়াই উহাকে একটা স্বতন্ত্র কারক বলা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাহা হইলে ভোজনক্রিয়ার পাত্র সম্ভোজন কারক, তাড়নক্রিয়ার পাত্রকে সন্তাড়ন কারক, এইরূপে ক্রিয়া মাত্রেরই জন্য এক-একটা বিশিষ্ট কারক স্থির করিতে হইত। ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে ক্রিয়া যাহাকে আক্রমণ করিয়া রহে, তাহার নাম কর্ম ; উহার নির্দিষ্ট বিভক্তি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া মাত্রের পক্ষেই এই বিধি। কেবল দানক্রিয়ার বেলায় ভিন্ন বিভক্তি চলিত থাকায় উহার জন্য একটা স্বতন্ত্র কারক কল্পনা হইয়াছে মাত্র। নতুবা দানক্রিয়া পরম পুণ্য হইলেও বৈয়াকরণের নিকট উহাকে অন্যান্য ক্রিয়া হইতে স্বাতন্ত্র্য দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাংলায় যখন দানক্রিয়ার পাত্রের জন্য কোন স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই, তখন উহাকে অন্যান্য ক্রিয়ার সমতুল্য মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সেই জন্য দানক্রিয়া যে ব্যক্তিকে সবেগে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাকে দানক্রিয়ার সম্প্রদান না বলিয়া, কর্ম বলিলে এমন ক্ষতি কি হইবে ?'

অপাদান কারক

যা থেকে কোন কিছু বিযুক্ত বা বিশ্লেষণ বোঝায় তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন ঃ **তিলে** তেল হয়। **গাছ থেকে** ফল পড়ে। এক থেকে অপরের বিশ্লেষ (নিঃসরণ, বিচ্যুতি, স্খলন ইত্যাদি) হলে, যা থেকে বিশ্লেষ হয়, সংস্কৃত ব্যাকরণে তাকে 'অপাদান' বলে। কোনও কিছু থেকে নিবারণ, বিরতি, নিবৃত্তি, ভয়প্রাপ্তি, উৎপত্তি, পরিত্রাণ, শ্রবণ, গ্রহণ, লাভ ইত্যাদি ব্যাপার বোঝালেও যা থেকে এরূপ ব্যাপার ঘটে, সংস্কৃত ব্যাকরণে তাকেও অপাদান বলে। বাক্যের যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে এই অপাদানকে বোঝায়, তাকে বলে অপাদান কারক। যা থেকে ক্রিয়া প্রকাশিত হয় তা অপাদান কারক।

অপাদান কারক নির্ণয়ের জন্য ক্রিয়াপদ ধরে কোথা থেকে, কি থেকে, কিসের থেকে এসব প্রশ্ন করতে হয় এবং তার উত্তরে অপাদান কারক জানতে পারা যায়। **বিপদে** মোরে রক্ষা করো।—কোথা থেকে? বিপদে (বিপদ থেকে), তাই বিপদে অপাদান কারক। আরও দৃষ্টান্ত ঃ

সরিষাতে তেল হয়। এ **মেঘে** বৃষ্টি হয় না। **লোভে** পাপ, **পাপে** মৃত্যু। এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার **মুখে**। **মৃত্যুতেও** ধার্মিকের চিত্ত ভীত নয়। পাপী **পশুরও** অধম। **সুখের** চেয়ে শান্তি ভাল।

বিভক্তির প্রয়োগ ঃ

শূন্য বিভক্তি ঃ গাড়ি **ঢাকা** ছাড়ল। সে **কলেজ** পালিয়ে বেড়ায়। **বাড়ি** ঘুরে এসো। করিলাম মন **শ্রীবৃন্দাবন** বারেক আসিব ফিরি।

দ্বিতীয়া বিভক্তি ঃ বাবাকে ভয় করি না। সবাই **বাঘকে** ভয় করে।

তৃতীয়া বিভক্তি ঃ তিল দিয়ে তেল হয়।

পঞ্চমী বিভক্তি ঃ সে **ছাদ থেকে** পড়ে গেছে। গৃহিণী **ঘর থেকে** বেরিয়ে গেলেন। তার **মুখ থেকে** সব ঘটনা শুনলাম।

ষষ্ঠী বিভক্তি ঃ চোরের ভয়ে ঘুম আসে না। **ফুলের** গন্ধে বাগান ভরে আছে। এখানে **বাঘের** ভয় নেই।

সপ্তমী বিভক্তি ঃ বীজে গাছ জন্মে। **দুধে** ছানা হয়। **লোকমুখে** শুনেছি। কেন বঞ্চিত হয় **ভোজনে**?

কারক ও বিভক্তি নির্ণয় ঃ

সব **ঝিনুকে** মুক্তা মিলে না।—অপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

কত **ধানে** কত চাল সে আমি জানি।—অপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

আমার **বাড়ি থেকে** আজান শোনা যায়।—অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি।

উর্মি কখন **ঢাকা** ছাড়ে?—অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি।

অধিকরণ কারক

যে স্থানে বা যে সময়ে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন ঃ ছেলেরা **মাঠে** খেলে। ছাত্রীরা **পাঠাগারে** পড়ে। বাক্যে যে পদে ক্রিয়ার আধারকে বোঝায় তাকে বলে অধিকরণ কারক। ক্রিয়াপদকে ধরে কোথায়, কোন স্থানে, কখন, কোন সময়ে, কবে, কোন বিষয়ে বা ব্যাপারে—এসব প্রশ্ন করলে তার উত্তরে অধিকরণ কারক পাওয়া যায়।

পড়ুয়ারা **ক্লাসে** পড়ে।—কোথায় পড়ে ? ক্লাসে।—ক্লাসে অধিকরণ কারক। তারা **সকালে** পড়ে।—কখন পড়ে ? সকালে। 'সকালে' অধিকরণ কারক।

আরও দৃষ্টান্ত ঃ বুড়ীগঙ্গার **তীরে** ঢাকা মহানগরী। **ছায়ায়** বস। **পানিতে** মাছ আছে। সে **বাড়ি** নেই। **বিদ্যালাভে** যত্ন কর। **ঘরেতে** ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে। মানুষের ইতিহাসের ভূমিকা **ভূমিতে**। ভিক্ষা মাগি **দ্বার দ্বার, কান্নায়** শোক কমে। **পড়াশোনায়** মন বসাও। **পাতায় পাতায়** পড়ে নিশির শিশির। **প্রভাতে** উঠিল রবি লোহিত বরণ।

অধিকরণ কারক তিন ধরনের ঃ

১. আধারাধিকরণ ঃ যে অধিকরণে ক্রিয়ার আধার বা স্থান বোঝায় তাকে আধারাধিকরণ বলে। যেমন ঃ **পুকুরে** মাছ আছে। **তিলে** তেল আছে। তুমি এ **পথে** যেয়ো।

২. কালাধিকরণ ঃ ক্রিয়ার সম্পাদনের কালবাচক অধিকরণ হলে তাকে কালাধিকরণ বলে। যেমন ঃ কাল **সকালে** এসো। **ছেলেবেলায়** অনেক খেলেছি। **বসন্তে** ফুল ফোটে।

৩. ভাবাধিকরণ ঃ অধিকরণ কারকে ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। যেমন ঃ **কান্নায়** বেদনা কমে। সে **আনন্দসাগরে** ভাসছে। সে **বিষাদ সিন্ধুতে** ডুবেছে।

বিভক্তির প্রয়োগ ঃ

শূন্য বিভক্তি ঃ রানী **চাটগাঁ** যাবে। কলেজ ছুটি থাকে **শুক্রবার**। সন্ধ্যার **সময়** এসো।

দ্বিতীয়া বিভক্তি ঃ হৃদয় আমার নাচেরে **আজিকে**। **ঘরকে** যাও।

তৃতীয়া বিভক্তি ঃ বড় **রাস্তা দিয়ে** যেও। **পথ দিয়ে** চল।

পঞ্চমী বিভক্তি ঃ ছাদ থেকে দেখা যায়। **বাড়ি থেকে** চেয়ে দেখ।

সপ্তমী বিভক্তি ঃ সে **ব্যাকরণে** ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। **লবণে** সোডিয়াম আছে। আমাদের **গাঁয়ে** নদী আছে। **আহারে** রুচি নেই।

কারক ও বিভক্তি নির্ণয় ঃ

ভোরে সূর্য ওঠে।—অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

এ **বছর** খুব খরা।—অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তি।

জাহাজ থেকে দেখলাম।—অধিকরণ কারকে পঞ্চমী বিভক্তি।

তুমি কি **রাজশাহী** যাবে ?—অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তি।

অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ।—অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিব কোথা ?—অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন, "করণ ও অধিকরণ উভয়স্থলেই বিভক্তি এক ; তবে অর্থ দেখিয়া কোনটা করণ, আর কোনটা অধিকরণ, বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। 'হাতে গড়া' এ স্থলে 'হাতে' করণ, আর 'হাতে রাখা' এ স্থলে 'হাতে' অধিকরণ। কিন্তু সর্বত্র এইরূপে বিচার চলে কিনা সন্দেহ। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে অর্থ দেখিয়া, করণ কি

অধিকরণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। বাংলায় বিশেষ বিধির প্রয়োগ করিতে গেলে দিশাহারা হইতে হইবে। 'বিবাদে কাজ নাই', 'মূর্খ পুত্রে দরকার নাই' ; 'একমাসে ব্যাকরণ সারিয়াছি', 'জটায় তাপস চিনিয়াছি'—এই সকল বাংলা বাক্যে বিভক্ত্যন্ত পদগুলিকে কারক বলা চলিতে পারে ; কেননা ক্রিয়ার সহিত উহাদের অন্বয় আছে। কিন্তু কোন কারক বলিব ? বোধ হয় না যে, সকল পণ্ডিতে একই উত্তর দিবেন।

"তারপরে আর কতকগুলি বাংলা প্রয়োগ আছে, সংস্কৃতে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। 'সীতা-সঙ্গে বনে গেলেন', 'আনন্দে ভোজন করে', 'অন্তরে দুঃখিত হইল, "স্বচ্ছন্দেতে অগ্রভাগ করিলা ভোজন," "কি কারণে জীয়াইলে না গেল যম-ঘর", "তুঞি পুত্রে লজ্জা আমি লভিলাম", "ক্রোধে দুইগুণ বীর্য বাড়িল শরীর", "আপনার বলে বীর করিল হুংকার", "বহয়ে ধারা প্রেমের তরঙ্গে", "উচ্চস্বরে ডাকে রাধা মাধব বলিয়া", "চারি হাতে ভোজন করিলা ব্রজমণি",—এই সকল স্থলে 'এ' এবং 'তে' বিভক্তিযুক্ত পদগুলিকে কোন্ কারক বলিব ? উহারা স্পষ্টত কারকের লক্ষণেও আসে না। কোনটা কোনটা ক্রিয়ার বিশেষণের মত দেখায়, কিন্তু খাঁটি বিশেষ্য পদকে বিশেষণ বলাও দায়। 'সানন্দে ভোজন করে', এখানে 'সানন্দে'কে ক্রিয়া বিশেষণ বলা চলিতে পারে ; 'কিন্তু আনন্দে ভোজন করে' বাংলায় তুল্যমূল্য হইলেও 'আনন্দ' শব্দকে বিশেষণ বলিতে গেলে পণ্ডিতেরা লাঠি তুলিবেন। নিতান্ত কষ্ট কল্পনা করিয়া কোনটাকে অধিকরণ বলা চলিতে না পারে, এমন নহে। কিন্তু ক্লেশের প্রয়োজন কি ?

"ফলে বাংলায় এইরূপে কষ্ট কল্পনার দরকার নাই; কোন বাধাবাধি নিয়ম বাংলায় চলিবে না। এইমাত্র বলিলাম, "ক্লেশের প্রয়োজন কি ? " এইখানে প্রয়োজনার্থক শব্দের যোগে বাংলায় সম্বন্ধসূচক বিভক্তি 'র' [এর] বসিয়াছে। কিন্তু 'ক্লেশে প্রয়োজন কি' ? বলিলেও বাংলায় কোন দোষ ঘটিত না। এইভাবে 'এ' বিভক্তি দেখাইয়া উহাকে অধিকরণ বলিব না কি ? উত্তর দেওয়া কঠিন। কাজেই বাংলায় এইরূপ আঁটাআঁটি চলিবে না।

"আমার বিবেচনায়, বাংলায় করণ ও অধিকরণ, দুইটা কারকে ভেদ করিবার প্রয়োজন নাই। দুইয়েরই বিভক্তি চিহ্ন সমান। সর্বত্র অর্থভেদ বাহির করা কঠিন। দুইটাকে মিশাইয়া একটা নূতন কারক, নূতন নাম প্রচলন করা যাইতে পারে। কর্তা ও কর্ম ব্যতীত আর যেসকল পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে ; এবং যাহারা উক্তরূপে বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই এই নূতন কারকের শ্রেণীতে পড়িবে। তাহাদের মধ্যে আর সূক্ষ্ম বিভাগ কল্পনা করিয়া ইতরবিশেষ করা নিষ্প্রয়োজন।"

"যে সকল পদ 'এ' আর 'তে' বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা কোন না কোনরূপে ক্রিয়াটিকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, ক্রিয়াটির কোন না কোন বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়। 'ঘরে চল', 'বিছানায় শোও', 'হাতে লও', 'কানে শোন', 'ছুরিতে কাট', 'দঁড়িতে বাঁধ,' 'সুখে ঘুমাও', 'আনন্দে নাচ', 'সঙ্গে চল', 'হাতিতে যাবেন'—এই সমুদয় দৃষ্টান্তে বিভক্ত্যন্ত পদটি ক্রিয়াকে কোন-না কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত করিতেছে। উহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ আনিবার প্রয়োজন নাই। এই সমুদয় পদকে একই কারকের কোঠায় বসাইতে দোষ দেখি না।"

" .... বাংলা ব্যাকরণের কারক প্রকরণে তিনটির বেশি কারক রাখা অনাবশ্যক, কর্তা, কর্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক যাহার বিভক্তি চিহ্ন 'এ' এবং 'তে'। করণ ও অধিকরণ এবং আর যে সকল পদের অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় দুরূহ ; তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত হইবে। সম্প্রদান কর্ম হইতে অভিন্ন, সম্প্রদান রাখিয়া দরকার নাই। ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের অভাবে অপাদান অস্তিত্বহীন। সেই কারণে সম্বন্ধবাচক পদও কারক নহে। অতএব বাংলা ব্যাকরণে তিনটির অধিক কারকের প্রয়োজন নাই। "

কারক ও বিভক্তি নির্ণয়

কর্তৃকারক

লোকে কিনা বলে।	—	কর্তায় ৭মী
সর্বাঙ্গ দংশিল মোরে নাগ-**নাগবালা**।	—	কর্তায় ১মা
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।	—	কর্তায় শূন্য
তার দ্বারা এ কাজ হবে না।	—	কর্তায় ৩য়া
গরুতে গাড়ি টানে।	—	কর্তায় ৭মী
আমাকে কুরআন পড়তে হবে।	—	কর্তায় ২য়া
গরুতে গরুতে লড়াই করছে।	—	কর্তায় ৭মী
সকলকে মরতে হবে।	—	কর্তায় ২য়া
এটা **তোমার** বিবেচ্য।	—	কর্তায় ৬ষ্ঠী
পাছে **লোকে** কিছু বলে।	—	কর্তায় ৭মী
ঘোড়ায় গাড়ি টানে।	—	কর্তায় ৭মী
বাঘ মানুষ মারে।	—	কর্তায় শূন্য
মূর্খে কিনা বলে।	—	কর্তায় ৭মী
বাঘে-গরুতে এক ঘাটে পানি খায়।	—	কর্তায় ৭মী
তারা **পাঁচজনে** যাবে।	—	কর্তায় ৭মী
আকাশের ঐ তারার সনে কইব কথা নাইবা **তুমি** এলে।	—	কর্তায় শূন্য
আমায় কেন দাওনা **তুমি** সকল শূন্য করে।	—	কর্তায় শূন্য
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?	—	কর্তায় ১মা
আয়রে পাখি **লেজ-ঝোলা**।	—	কর্তায় শূন্য
ঈগল হল পাখির রাজা।	—	কর্তায় শূন্য
এক যে ছিল চাঁদের কোণায় চরকা কাটা **বুড়ি**।	—	কর্তায় শূন্য
ওহে অন্তরতম,		
মিটেছে কি **তব** সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম?	—	কর্তায় শূন্য
কবিগুরু গীতাঞ্জলি লিখেছেন।	—	কর্তায় শূন্য
কোথায়ও **আমার** হারিয়ে যেতে নাই মানা।	—	কর্তায় ৬ষ্ঠী
গাঁয়ে মানে না **আপনি** মোড়ল।	—	কর্তায় শূন্য
গুণহীন চিরদিন পরাধীন রয়।	—	কর্তায় শূন্য
ঘরেতে **ভ্রমর** এল গুনগুনিয়ে।	—	কর্তায় শূন্য
চণ্ডিদাসে কয় শুন পরিচয়।	—	কর্তায় ৭মী

চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।	—	কর্তায় ৭মী
টাকায় টাকা আনে।	—	কর্তায় ৭মী
ঢুলি যাবে ঢাকার শহর।	—	কর্তায় ১মা
তা **পণ্ডিতে** বলতে পারে না।	—	কর্তায় ৭মী
তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত।	—	কর্তায় ১মা
তুমি যে আমার কবিতা।	—	কর্তায় ১মা
তোমা কর্তৃক এ পুস্তক রচিত হয়েছে।	—	কর্তায় ৩য়া
ধনী অপেক্ষা **মানী** শ্রেয়।	—	কর্তায় শূন্য
নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়েছে।	—	কর্তায় ৩য়া
পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলে।	—	কর্তায় ৭মী
পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল।	—	কর্তায় শূন্য
পাগলে কিনা বলে **ছাগলে** কি না খায়।	—	কর্তায় ৭মী
বসন্তে **কোকিল** ডাকে।	—	কর্তায় শূন্য
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।	—	কর্তায় ৭মী
মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।	—	কর্তায় শূন্য
মানুষ অবস্থার অধীন।	—	কর্তায় শূন্য
রতনে রতন চিনে।	—	কর্তায় ৭মী
রাজায় রাজায় লড়াই, ওলু খাগড়ার প্রাণান্ত।	—	কর্তায় ৭মী
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।	—	কর্তায় শূন্য
লোকে নিন্দা করে।	—	কর্তায় ৭মী
স্রোতে নৌকাটি উল্টিয়ে দিল।	—	কর্তায় ৭মী
গরুতে দুধ দেয়।	—	কর্তায় ৭মী
আমার পিপাসা লেগেছে।	—	কর্তায় ৬ষ্ঠী
তাকে কি তোমার মনে পড়ে ?	—	কর্তায় ২য়া
করিমের না গেলে নয়।	—	কর্তায় ৬ষ্ঠী
চুপ কর, **পিঁপড়েরা** কি বলছে শুনি।	—	কর্তায় শূন্য
সূর্য উঠলে রাত্রির অন্ধকার দূর হয়।	—	কর্তায় শূন্য
দারা নামে পারস্যের এক রাজা ছিলেন।	—	কর্তায় শূন্য
ধোপায় কাপড় কাঁচে।	—	কর্তায় ৭মী
গৃহহীন চিরদিন পরাধীন রয়।	—	কর্তায় শূন্য
আমারে লহ **তুমি** করুণা করে।	—	কর্তায় শূন্য
কোথায় **আমার** হারিয়ে যেতে নেই মানা।	—	কর্তায় ৬ষ্ঠী
পণ্ডিতে পণ্ডিতের মতই কথা কয়।	—	কর্তায় ৭মী
মেঘ থেকে **বৃষ্টি** পড়ছে।	—	কর্তায় শূন্য

কর্মকারক

বিড়াল **দুধ** খায়।	—	কর্মে শূন্য
ঝিকে মেরে **বৌকে** শেখানো।	—	কর্মে ২য়া
সে **নাচে** তটিনী জল টলমল টলমল।	—	কর্মে ৭মী
পুলিশ ডাক।	—	কর্মে শূন্য
আমারে লহ তুমি করুণা করে।	—	কর্মে ২য়া
ঈদের **চাঁদ** দেখতে মজা।	—	কর্মে শূন্য
গৃহহীন চিরদিন **পরাধীন** রয়।	—	কর্মে শূন্য
তোমায় বলব।	—	কর্মে ৭মী
বিশ্বাস **বুদ্ধিকে** হার মানায়।	—	কর্মে ২য়া
যদি করি **বিষ** পান, তথাপি না যায় **প্রাণ**।	—	কর্মে শূন্য
তাহলে তুমি **লাঠি** খেলতে জান না।	—	কর্মে শূন্য
ঠাট্টা কর সময় মত।	—	কর্মে শূন্য
পক্ক কেশ দেখতে বেশ।	—	কর্মে শূন্য
বাজনা বাজে।	—	কর্মে শূন্য
শুধু দুটি **মানুষ** দেখলাম।	—	কর্মে শূন্য
ঘর কৈনু বাহির, **বাহির** কৈনু ঘর।	—	কর্মে শূন্য
ওই **ফুলটি** তুলে নাও।	—	কর্মে শূন্য
মশা মেরে হাত কাল করো না।	—	কর্মে শূন্য
আমি কখনও **গঙ্গা** দেখিনি।	—	কর্মে শূন্য
এমন অদ্ভুত **জন্তু** কেউ কখনও দেখেনি।	—	কর্মে শূন্য
যাদুকর একটি **আলুকে** ডিম বানায়।	—	কর্মে ২য়া
তার এক **সপ্তাহ** জ্বর হয়েছে।	—	কর্মে শূন্য
বাতাস **মন্দ মন্দ** বইছে।	—	কর্মে শূন্য
পাপীকে ধিক্।	—	কর্মে ২য়া
আমি **তোমা** বিনা আর কাকেও জানি না।	—	কর্মে শূন্য
এমন **মেয়ে ত** দেখিনি।	—	কর্মে শূন্য
বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো।	—	কর্মে শূন্য
গুরুজনে কর নতি।	—	কর্মে ৭মী
সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু **টাকা**।	—	কর্মে শূন্য
চিন্তা রোগের ওষুধ নেই।	—	কর্মে ৬ষ্ঠী
চিন্তায় চিন্তায় তার **শরীর** ভেঙেছে।	—	কর্মে শূন্য
চাহিনা করিতে কোন **বাদ-প্রতিবাদ**।	—	কর্মে শূন্য
জগতে **কীর্তিমান** হও সাধনায়।	—	কর্মে শূন্য

জটাতে **তাপস** চিনেছি।	—	কর্মে শূন্য
জন্ম হোক যথাতথা **কর্ম** হোক ভাল।	—	কর্মে শূন্য
জুড়াল রে **দিনের দাহ** ফুরাল সব কাজ।	—	কর্মে শূন্য
জল পড়ে **পাতা** নড়ে।	—	কর্মে শূন্য
জলকে চল।	—	কর্মে ২য়া
জিজ্ঞাসিব **জনে জনে**।	—	কর্মে ৭মী
ঢাকনা দিয়ে রাখলে কেন?	—	কর্মে ১মা
ণত্ব বিধান জানলে ভাল।	—	কর্মে শূন্য
একটি **গান** শোনাও।	—	কর্মে শূন্য
তুমি যে **আমার** কবিতা।	—	কর্মে ৬ষ্ঠী
তোমায় বলব।	—	কর্মে ৭মী
তোমার **বাণীরে** করিনি গ্রহণ ক্ষমা কর হযরত।	—	কর্মে ২য়া
দাসত্ব **চিত্তকে** সংকীর্ণ করে।	—	কর্মে ২য়া
দেখে যেন মনে হয় চিনি **উহারে**।	—	কর্মে ২য়া
দেবতার **ধন** কে যায় ফিরায়ে লয়ে।	—	কর্মে শূন্য
দেশের জন্য **প্রাণ** দাও বা কাজ কর।	—	কর্মে শূন্য
ধনের চেয়ে **মান** বড়।	—	কর্মে শূন্য
ধানেতে তৈরি হয় **চিড়া মুড়ি খই**।	—	কর্মে শূন্য
কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক **অগ্নিবীণা** রচিত হয়েছে।	—	কর্মে শূন্য
নদীতে **মাছ** আছে।	—	কর্মে শূন্য
পারুল বনের **চম্পারে** মোর হয় না জানা।	—	কর্মে ২য়া
প্রভাতে **সূর্য** ওঠে।	—	কর্মে শূন্য
বাজিল কাহার **বীণা**।	—	কর্মে শূন্য
বিপদে **অধীর** হয়ো না।	—	কর্মে শূন্য
বিহগে ললিত গীতি শিখায়েছ ভালবেসে।	—	কর্মে ৭মী
বুলবুলিতে **ধান** খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।	—	কর্মে শূন্য
মন দিয়া কর সবে **বিদ্যা** উপার্জন।	—	কর্মে শূন্য
মালাটারে তুমি রাখিও কিন্তু শক্ত করে।	—	কর্মে ২য়া
মিথ্যারে করো না উপাসনা।	—	কর্মে ২য়া
গীর্জায় গিয়ে **যীশু** ভজে সে।	—	কর্মে শূন্য
কি **সাহসে** এমন কথা বললে?	—	কর্মে ৭মী
প্রাণপণে চেষ্টা কর।	—	কর্মে ৭মী
তার দেখা পাওয়া দুষ্কর।	—	কর্মে ৬ষ্ঠী
চোরাবাজারী দমন করবে কে?	—	কর্মে শূন্য
ডাক্তারকে ডাক।	—	কর্মে ২য়া

তুমি **কি** চাও ?	—	কর্মে শূন্য
ধৈর্য ধর, বাঁধ **বুক** ।	—	কর্মে শূন্য
আমারে করিয়া লহ তোমার বীণা।	—	কর্মে ২য়া
চোর ধৃত হয়েছে।	—	কর্মে শূন্য
সে **তিনদিন** পথ চলল।	—	কর্মে শূন্য
সারারাত জেগে কাটিয়েছি।	—	কর্মে শূন্য
এক **ক্রোশ** ঘুরে তবে বাড়ি ফিরলাম।	—	কর্মে শূন্য
এমন চোরের মত **বাঁচা** বাঁচতে চাই না।	—	কর্মে শূন্য
এ বয়সে ঢের **দেখা** দেখেছি।	—	কর্মে শূন্য
যেখানে বাঘের ভয় সেখানে **রাত হয়**।	—	কর্মে শূন্য
যে ধনে হইয়া ধনী **মণিরে** মান না মণি।	—	কর্মে ২য়া
রতনে **রতন** চিনে।	—	কর্মে শূন্য
রবীন্দ্রনাথ পড়, অনেক জানবে।	—	কর্মে শূন্য
রেখ মা **দাসেরে** মনে।	—	কর্মে ২য়া
শুক্রবার **কলেজ** বন্ধ থাকে।	—	কর্মে শূন্য
আমার **ভাত** খাওয়া হল না।	—	কর্মে শূন্য
পাখি সব করে **রব** রাতি পোহাইল।	—	কর্মে শূন্য
শিশুগণ দেয় **মন** নিজ নিজ পাঠে।	—	কর্মে শূন্য
বিপদে যেন করিতে পারি জয়।	—	কর্মে ৭মী
ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা		
শাল্মলী **তরুবরে** ?	—	কর্মে ৭মী
রাক্ষসে বধিবে ভীম তোমার প্রসাদে।	—	কর্মে ৭মী
মা শিশুকে **চাঁদ** দেখাল।	—	কর্মে শূন্য
মীরা বাগানে **ফুল** তুলছে।	—	কর্মে শূন্য
বইখানা ধর।	—	কর্মে শূন্য
অর্থ **অনর্থ** ঘটায়।	—	কর্মে শূন্য
অন্ন চাই, প্রাণ চাই।	—	কর্মে শূন্য
অভিমানে কেন আজি ত্যাজিলা **পরাণ**।	—	কর্মে শূন্য
এখনই নামবে **অন্ধকার**।	—	কর্মে শূন্য
আচার-ব্যবহারে **ভদ্র-অভদ্র** চেনা যায়।	—	কর্মে শূন্য
আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম		
পাড়াত **চুম** দিয়ে।	—	কর্মে ১মা
আত্মার সম্পর্কই **আত্মীয়**।	—	কর্মে শূন্য
আমায় কেন দাওনা তুমি সকল শূন্য করে।	—	কর্মে ৭মী
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা।	—	কর্মে ২য়া

আল্লাহকে ডাক।	—	কর্মে ২য়া
ঈদের চাঁদ দেখতে হয়।	—	কর্মে শূন্য
ঈর্ষা নিলে হয় যে দোষী।	—	কর্মে ১মা
ঊর্ণনাভ শিল্পকর্মে শ্রেষ্ঠ **কারুকার**।	—	কর্মে শূন্য
এবারের সংগ্রাম **দেশ গড়ার** সংগ্রাম।	—	কর্মে ৬ষ্ঠী
ঐ দেখা যায় **তাল গাছ**, ঐ আমাদের গাঁ।	—	কর্মে শূন্য
ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই **মাথা**।	—	কর্মে শূন্য
কত ধানে কত **চাল** হয় তা আমি বেশ জানি।	—	কর্মে শূন্য
কথায় **চিড়ে** ভিজে না।	—	কর্মে ৭মী
কথায় **কথা** বাড়ে।	—	কর্মে শূন্য
ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল **তিয়াস** আসি অন্তরে মম?	—	কর্মে শূন্য
কবিগুরু **গীতাঞ্জলি** লিখেছেন।	—	কর্মে শূন্য
করিলাম **মন** শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরে।	—	কর্মে শূন্য
কাননে **কুসুম কলি** সকলি ফুটিল।	—	কর্মে শূন্য
কে তোরে সাজাল দিয়ে **পত্র** পুষ্পফল।	—	কর্মে ৭মী
কোথা সে **ছায়া** সখি, কোথায় সে জল।	—	কর্মে শূন্য
কোথা সেই **বাঁধানো** ঘাট অশ্বত্থতল।	—	কর্মে শূন্য
কোন বনেতে ফুটল যে **ফুল**।	—	কর্মে শূন্য
ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ।	—	কর্মে শূন্য
ক্ষমতাবলে কেড়েছ তুমি আমার **অধিকার**।	—	কর্মে শূন্য
খুব **ঠকা** ঠকেছি।	—	কর্মে শূন্য
গৃহহীনে **গৃহ** দাও।	—	কর্মে শূন্য

করণকারক

সোনার খাঁচা।	—	করণে ৬ষ্ঠী
তারা **পাশা** খেলছে।	—	করণে শূন্য
কালির দাগ সহজে উঠে না।	—	করণে ৬ষ্ঠী
ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে।	—	করণে ৭মী
সোজাপথে চলো না কেন?	—	করণে ৭মী
আলোয় আঁধার কেটে যায়।	—	করণে ৭মী
আমরা **কানে** শুনি।	—	করণে ৭মী
এ কাজ আপনি **নিজ হাতে** করুন।	—	করণে ৭মী
ইট-পাথরের বাড়ি বড় শক্ত।	—	করণে ৬ষ্ঠী

তাস খেলে পড়া নষ্ট কর না।	—	করণে শূন্য
জলের লিখন থাকে না।	—	করণে ৬ষ্ঠী
স্রোতে নৌকা যেখানে যায় যাক।	—	করণে ৭মী
কাঁথায় শীত যায়।	—	করণে ৭মী
সে **কানেও** শোনে না, **চোখেও** দেখে না।	—	করণে ৭মী
সে **চোখে মুখে** কথা বলে।	—	করণে ৭মী
ব্যবহারেই ইতর-ভদ্র চেনা যায়।	—	করণে ৭মী
দুঃখের **বেশে** এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরি হে।	—	করণে ৭মী
দুই দণ্ডে চলে যায় দুদিনের পথ।	—	করণে ৭মী
ব্যাপারটি **তিন দিনে** মিটে গেল।	—	করণে ৭মী
তোমার **দুঃখে** শিয়াল কুকুর কাঁদবে।	—	করণে ৭মী
আকাশ **মেঘে** ঢাকা।	—	করণে ৭মী
তোমার মহিমা যেন **জ্বলন্ত অক্ষরে** লেখা।	—	করণে ৭মী
সময়ে সবই হয়।	—	করণে ৭মী
বাষ্পে কল চালানো হয়।	—	করণে ৭মী
লাঠির **বাড়িতে** মাথা ভেঙে গেল।	—	করণে ৭মী
শিক্ষক ছেলেটিকে **বেত** মারলেন।	—	করণে শূন্য
হট্টমালার দেশে, তারা **গাই-বলদে** চষে।	—	করণে ৭মী
জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়।	—	করণে ৭মী
কলমের খোঁচা দিও না।	—	করণে ৬ষ্ঠী
এ **কলমে** ভাল লেখা হয় না।	—	করণে ৭মী
লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের **নৃত্যে**।	—	করণে ৭মী
শরতের ধরাতল **শিশিরে** ঝলমল।	—	করণে ৭মী
শিকারী বিড়াল **গোঁফে** চিনা যায়।	—	করণে ৭মী
ধর্মের কল **বাতাসে** নড়ে।	—	করণে ৭মী
একদা প্রভাতে ভানুর **প্রভাতে** ফুটিলে কমলগুলি।	—	করণে ৭মী
আগুনে সেক দাও।	—	করণে ৭মী
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।	—	করণে শূন্য
শ্রম বিনা ধনলাভ হয় না।	—	করণে শূন্য
পাখিকে **তীর** মার।	—	করণে শূন্য
সে **কানে** শোনে না।	—	করণে ৭মী
মাংস **আগুনে** সিদ্ধ কর।	—	করণে ৭মী
সে **পীড়ায়** দুর্বল হয়ে পড়েছে।	—	করণে ৭মী
ছেলেটির লেখাপড়া হল না, সুতরাং **তা থেকে** সুখের আশা কম	—	করণে ৫মী
অর্থ অনর্থ ঘটায়।	—	করণে শূন্য

অল্প **শোকে** কাতর, অধিক শোকে পাথর।	—	করণে ৭মী
অহংকারই পতনের মূল।	—	করণে শূন্য
অহংকারে পতন আনে।	—	করণে ৭মী
আত্মার সম্পর্কই আত্মীয়।	—	করণে ৬ষ্ঠী
আমারি **সোনার ধানে** গিয়াছে ভরি।	—	করণে ৭মী
আমারি এ গোলা **ফসলে** গিয়েছে ভরি।	—	করণে ৭মী
ঋণ করে ঘি খাও।	—	করণে শূন্য
এ যে **লেজে** খেলায়।	—	করণে ৭মী
এসো তৃষ্ণার দেশে এসো **কল হাস্যে** গিরিদরি বিহারিণী হরিণীর লাস্যে।	—	করণে ৭মী
কথায় চিড়ে ভিজে না।	—	করণে ৭মী
ক্ষমতাবলে কেড়েছ তুমি আমার অধিকার।	—	করণে ৭মী
চিন্তায় চিন্তায় তার শরীর ভেঙেছে।	—	করণে ৭মী
জগতে কীর্তিমান হও **সাধনায়**।	—	করণে ৭মী
জটাতে তাপস চিনি।	—	করণে ৭মী
জ্ঞানে বিমল আনন্দ দেয়।	—	করণে ৭মী
টাকায় কি না হয়।	—	করণে ৭মী
টাকায় বাঘের দুধ মিলে।	—	করণে ৭মী
তাকে **হাতে** না মেরে **ভাতে** মারব।	—	করণে ৭মী
তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে।	—	করণে শূন্য
তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি **দুই নয়নের জলে**।	—	করণে ৭মী
দড়িতে বাঁধ।	—	করণে ৭মী
ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।	—	করণে শূন্য
ধর্মের কল **বাতাসে** নড়ে।	—	করণে ৭মী
ধানেতে তৈরি হয় চিড়া মুড়ি খই।	—	করণে ৭মী
নতুন **ধান্যে** হবে নবান্ন।	—	করণে ৭মী
বড় হও **নিজের** চেষ্টায়।	—	করণে ৬ষ্ঠী
মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।	—	করণে ৩য়া
মিলি ক্ষুদ্র বারি বিন্দু রচনা করিছে সিন্ধু, **অণুতে** গঠিত হিমাচল।	—	করণে ৭মী
যখন পড়বে না মোর **পায়ের চিহ্ন** এই বাটে।	—	করণে শূন্য

সম্প্রদান কারক

জলকে চল।	—	সম্প্রদানে ৪র্থী
আমায় একখানা বস্ত্র দাও।	—	সম্প্রদানে ৭মী
চিররোগী কি **আশায়** বাঁচে ?	—	সম্প্রদানে ৭মী
গত **বিষয়ের জন্য** শোক করিও না।	—	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু।	—	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
শুধু **বৈকুণ্ঠের তরে** নহে বৈষ্ণবের গান।	—	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে।	—	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
মৃত্যুর আগে তিনি সবকিছু **আমায়** দিয়েছিলেন।	—	সম্প্রদানে ৭মী
এবার কাজী সাহেব **হজ্বে** গেছেন।	—	সম্প্রদানে ৭মী
পীড়িতকে সেবা কর।	—	সম্প্রদানে ৪র্থী
অন্ধজনে দেহ আলো।	—	সম্প্রদানে ৭মী
গৃহহীনে গৃহ দাও।	—	সম্প্রদানে ৭মী
তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে।	—	সম্প্রদানে ৭মী
দিব **তোমা** শ্রদ্ধা ভক্তি।	—	সম্প্রদানে শূন্য
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন **বরে**।	—	সম্প্রদানে ৭মী
ভিক্ষা আমার **প্রভুরে** দেহগো।	—	সম্প্রদানে ৪র্থী
সর্বশিষ্যে জ্ঞান দাও।	—	সম্প্রদানে ৭মী
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাহা	—	সম্প্রদানে ৭মী
দেই **দেবতারে**।	—	সম্প্রদানে ৪র্থী
সৎপাত্রে কন্যা দান কর।	—	সম্প্রদানে ৭মী
সৈন্যদল **যুদ্ধে** যাচ্ছে।	—	সম্প্রদানে ৭মী
দরিদ্র **ধনীকে** ঈর্ষা করে।	—	সম্প্রদানে ৪র্থী
টাকার লোভ ভাল নয়।	—	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
তারা **তীর্থে** যাত্রা করল।	—	সম্প্রদানে ৭মী
সর্বভূতে ধন দাও।	—	সম্প্রদানে ৭মী
সমিতিতে চাঁদা দাও।	—	সম্প্রদানে ৭মী

অপাদান কারক

সাগরে মুক্তা মিলে।	—	অপাদানে ৭মী
বড় **দুঃখে** আপনার শরণ নিয়েছি।	—	অপাদানে ৭মী
অভিমানে কিবা আজি ত্যাজিল পরান।	—	অপাদানে ৭মী
ঊর্মি কখন **ঢাকা** ছাড়ে ?	—	অপাদানে শূন্য
দুধে ছানা হয়।	—	অপাদানে ৭মী
পরের **মুখে** শেখা বুলি।	—	অপাদানে ৭মী
আমাদের **ছাদে** পানি পড়ে।	—	অপাদানে ৭মী
চোরের ভয়ে ঘুম আসে না।	—	অপাদানে ৬ষ্ঠী
কেন বঞ্চিত হব **ভোজনে** ?	—	অপাদানে ৭মী

হামিদ ওদের **বাড়ি** খেয়ে এসেছে।	—	অপাদানে শূন্য
জলে বাষ্প হয়।	—	অপাদানে ৭মী
ধর্ম থেকে বিচলিত হয়ো না।	—	অপাদানে ৫মী
চোরের **মুখ দিয়ে** রক্ত পড়ছে।	—	অপাদানে ৩য়া
তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আমার নেই।	—	অপাদানে ৫মী
পরীক্ষা আসিলে তাই **চোখে** জল ঝরে।	—	অপাদানে ৭মী
পাপে বিরত হও।	—	অপাদানে ৭মী
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর।	—	অপাদানে ৬ষ্ঠী
বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।	—	অপাদানে ৭মী
যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে রাত হয়।	—	অপাদানে ৬ষ্ঠী
লোভে পাপ **পাপে** মৃত্যু।	—	অপাদানে ৭মী
সুখের চেয়ে শান্তি ভাল।	—	অপাদানে ৬ষ্ঠী
সব **ঝিনুকে** মুক্তা মিলে না।	—	অপাদানে ৭মী
সারা দুপুর **দোকান** পালিয়ে কোথা ছিলি ?	—	অপাদানে শূন্য
পাপী **পশুরও** অধম।	—	অপাদানে ৬ষ্ঠী
পাপ থেকে পুণ্য পৃথক।	—	অপাদানে ৫মী
এই গ্রামে **সাপের ভয়** দেখা দিয়েছে।	—	অপাদানে ৬ষ্ঠী
আমার **বাড়ি থেকে** আযানের ধ্বনি শোনা যায়।	—	অপাদানে ৫মী
মিনার চেয়ে নীলা বড়।	—	অপাদানে ৫মী
এ **মেঘে** বৃষ্টি হয় না।	—	অপাদানে ৭মী
মায়ের কাছে শোনা।	—	অপাদানে ৬ষ্ঠী
তর্কে বিরত থাকা ভাল।	—	অপাদানে ৭মী
ভূতকে আবার কিসের ভয় ?	—	অপাদানে ২য়া
ঢাকা থেকে **কুমিল্লা** বেশি দূরে নয়।	—	অপাদানে ৫মী
এ বাগান **ফুলের গন্ধে** ভরপুর।	—	অপাদানে ৭মী
আচার-ব্যবহারে ভদ্র-অভদ্র চেনা যায়।	—	অপাদানে ৭মী
আমরা **ঘরে** বসে পাহাড় দেখি।	—	অপাদানে ৭মী
আমা হতে এ কাজ হবে না সাধন।	—	অপাদানে ৫মী
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী **রাঘবে** ?	—	অপাদানে ৭মী
কত **ধানে** কত চাল হয় আমি বেশ জানি।	—	অপাদানে ৭মী
কি ভয় **মরণে** রণে।	—	অপাদানে ৭মী
কেন বঞ্চিত হব **চরণে**।	—	অপাদানে ৭মী
ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ, মোহ থেকে পাপ।	—	অপাদানে ৫মী

চরকার ঘর্ঘর্ পড়শীর ঘর ঘর।	—	অপাদানে ৬ষ্ঠী
ট্রেন ঢাকা ছাড়ল।	—	অপাদানে শূন্য
তর্কে বিরত থাকাই ভাল।	—	অপাদানে ৭মী
তিলে তৈল হয়।	—	অপাদানে ৭মী
তিলেতে তৈল হয়, **দুধে** হয় দই।	—	অপাদানে ৭মী
ধনী অপেক্ষা মানী শ্রেয়।	—	অপাদানে শূন্য
ধনের চেয়ে মান বড়।	—	অপাদানে ৬ষ্ঠী
ধন থেকে মান বড়	—	অপাদানে ৫মী
পরাজয়ে ডরে না বীর।	—	অপাদানে ৭মী

অধিকরণ কারক

আমরা স্বাধীন **বাংলাদেশের** নাগরিক।	—	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
সৌন্দর্যে কার না রুচি আছে।	—	অধিকরণে ৭মী
ত্যাগে তিনি নিরহঙ্কার।	—	অধিকরণে ৭মী
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর **নদে** এল বান।	—	অধিকরণে ৭মী
আজি **রজনীতে** হয়েছে সময়।	—	অধিকরণে ৭মী
থানায় এজাহার দাও।	—	অধিকরণে ৭মী
বাজারে যাও।	—	অধিকরণে ৭মী
রাতে মশা **দিনে** মাছি এই নিয়ে **ঢাকায়** আছি।	—	অধিকরণে ৭মী
আমি **দেশে** থাকি।	—	অধিকরণে ৭মী
চেয়ারে বসে কাজ কর।	—	অধিকরণে ৭মী
দিনে ঘুমিও না।	—	অধিকরণে ৭মী
কলসীটা **কানায় কানায়** ভরে গেছে।	—	অধিকরণে ৭মী
ঘরকে যাও।	—	অধিকরণে ২য়া
জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ।	—	অধিকরণে ৭মী
তিন রাত ঘুম হয়নি।	—	অধিকরণে শূন্য
এ **সময়** তার দেখা মেলা ভার।	—	অধিকরণে শূন্য
ভোরে সূর্য উঠে।	—	অধিকরণে ৭মী
আজ হবে না, কাল এসো।	—	অধিকরণে ৭মী
বাড়ি যাও।	—	অধিকরণে শূন্য
একদিন যাব।	—	অধিকরণে শূন্য
দরজায় হাতি বাঁধা আছে।	—	অধিকরণে ৭মী
বাদুড় **দিনে** ঘুমায়।	—	অধিকরণে ৭মী
তার **নিকট** যাও।	—	অধিকরণে শূন্য

বিদ্যালাভে যত্ন কর।	—	অধিকরণে ৭মী
তিনি **জাতিতে** কায়স্থ।	—	অধিকরণে ৭মী
ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।	—	অধিকরণে ৭মী
সংসারের মধ্যে অনেক লোকই দেখা যায়।	—	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
সময়ে সাবধান হও।	—	অধিকরণে ৭মী
হও **ধরমেতে** ধীর	—	অধিকরণে ৭মী
হালে যেমন তেমন, **মইয়ে** তুফান।	—	অধিকরণে ৭মী
এ **বছর** ভাল ফসল জন্মেছে।	—	অধিকরণে শূন্য
ছেলেরা **ছাদ থেকে** ঘুড়ি উড়াচ্ছে।	—	অধিকরণে ৫মী
বইখানা **ঘরেই** ছিল।	—	অধিকরণে ৭মী
সমুদ্রে লবণ আছে।	—	অধিকরণে ৭মী
সে **বাড়ি** নাই।	—	অধিকরণে শূন্য
তুমি কি **ময়মনসিংহ** যাবে ?	—	অধিকরণে শূন্য
রাতে তারা দেখা যায়।	—	অধিকরণে ৭মী
বসন্তে নানা রকমের ফুল ফোটে।	—	অধিকরণে ৭মী
আজকে আমার যাওয়া হবে না।	—	অধিকরণে ২য়া
নদীতে এখন জোয়ার আসবে।	—	অধিকরণে ৭মী
অতি বড় বৃদ্ধপতি **সিদ্ধিতে** নিপুণ।	—	অধিকরণে ৭মী
অল্প **বিদ্যায়** ভয়ঙ্করী।	—	অধিকরণে ৭মী
আকাশ আজি মেঘলা,যেয়ো নাকো একলা।	—	অধিকরণে শূন্য
আকাশের ঐ মিটিমিটি তারার সনে কইব কথা নাইবা তুমি এলে।	—	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
আজ মনে হয় **রোজ রাতে** সে ঘুম পাড়াত চুম দিয়ে।	—	অধিকরণে ৭মী
আজি **রজনীতে** হয়েছে সময়।	—	অধিকরণে ৭মী
আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ আলো নূরজাহান।	—	অধিকরণে ২য়া
আপন **পাঠেতে** মন কর হে নিবেশ।	—	অধিকরণে ৭মী
উট চলেছে **মরুর দেশে** ।	—	অধিকরণে ৭মী
এক যে ছিল **চাঁদের কোণায়** চরকা কাটা বুড়ি।	—	অধিকরণে ৭মী
ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি **অন্তরে** মম ?	—	অধিকরণে ৭মী
করিলাম মন **শ্রীবৃন্দাবন** বারেক আসিব ফিরে।	—	অধিকরণে শূন্য
কি করি **আজ** ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন বনে যাই।	—	অধিকরণে শূন্য
কি ভয় মরণে **রণে** ?	—	অধিকরণে ৭মী
কোন **বনেতে** ফুটল যে ফুল।	—	অধিকরণে ৭মী
খেঁদু বাবুর **এঁদো পুকুর** মাছ উঠেছে ভেসে।	—	অধিকরণে শূন্য
খোকা মাকে শুধায় ডেকে, এলেম আমি **কোথা থেকে**।	—	অধিকরণে ৫মী
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।	—	অধিকরণে ৭মী

কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।	—	অধিকরণে ৭মী
ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ, হাঁটিয়া চলিল।	—	অধিকরণে ৭মী
চোরে না শুনে **ধর্মের** কাহিনী।	—	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
ছায়ায় বস।	—	অধিকরণে ৭মী
জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়।	—	অধিকরণে ৭মী
তিনি **ব্যাকরণে** পণ্ডিত।	—	অধিকরণে ৭মী
তিলে তৈল আছে।	—	অধিকরণে ৭মী
তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।	—	অধিকরণে শূন্য
দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দেনা।	—	অধিকরণে ৭মী
দিবসে কর্ম করবে, **রাত্রিতে** ঘুমাবে।	—	অধিকরণে ৭মী
ধর্মে তোমার মতি হউক।	—	অধিকরণে ৭মী
নদীতে মাছ আছে।	—	অধিকরণে ৭মী
প্রভাতে সূর্য ওঠে।	—	অধিকরণে ৭মী
ফলে না সকল **বৃক্ষে** সুমধুর ফল।	—	অধিকরণে ৭মী
বসন্তে নানা ফুল ফোটে।	—	অধিকরণে ৭মী
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।	—	অধিকরণে ৭মী
লজ্ঘি এ **সিন্ধুর** প্রলয়ের নৃত্যে।	—	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
শরতের ধরাতল শিশিরে ঝলমল।	—	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
শুক্রবার কলেজ বন্ধ থাকে।	—	অধিকরণে শূন্য
সকল **নিশিতে** শশী হয় না প্রকাশ।	—	অধিকরণে ৭মী
সব **ঝিনুকে** মুক্তা থাকে না।	—	অধিকরণে ৭মী

বিবিধ

সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়।	—	করণে ৭মী, কর্মে ১মা
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,	—	নিমিত্ত সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী,
অনলে পুড়িয়া গেল।	—	করণে ৭মী
স্কুল পালিয়ে **রবীন্দ্রনাথ** হওয়া যায় না।	—	অপাদানে শূন্য, কর্মে বা কর্তায় শূন্য
সে বছর ফাঁকা পেনু কিছু **টাকা**।	—	অধিকরণে শূন্য, কর্মে শূন্য
সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলংকার।	—	অধিকরণে ৭মী, কর্মে বা করণে শূন্য
হে **অতীত**, তুমি **ভুবনে ভুবনে** কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।	—	কর্তৃকারকে শূন্য, অধিকরণে ৭মী।
হৃদয় আমার নাচেরে **আজিকে** ময়ূরের মত নাচে।	—	কর্তায় বা কর্মে ৬ষ্ঠী, অধিকরণে ২য়া

গ্রামে লোকে এক মনে	— অধিকরণে ৭মী, কর্তায় ৭মী,
পুজিয়ে **দেবতাগণে**	সম্প্রদানে ৭মী,
খড়্গে ছাগে কাটে	করণে ৭মী, কর্মে ৭মী,
লোক হিতে।	সম্প্রদানে ৭মী
পক্ক কেশ দেখতে বেশ	— কর্মে শূন্য,
টানলে পরে সব শেষ।	— করণে ৭মী
পাতায় পাতায় পড়ে **নিশির শিশির**।	— অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য
প্রভাতে উঠিল **রবি** লোহিত বরণ।	— অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই,	— কর্মে ৭মী,
তাই দেই **দেবতারে**।	— সম্প্রদানে ৪র্থী
ফুলদল দিয়া কাটিলা কি	— করণে ৩য়া,
বিধাতা **শাল্মলী তরুবরে**?	কর্মে ৭মী
বন্যরা বনে সুন্দর	— কর্তায় শূন্য, অধিকরণে ৭মী
শিশুরা **মাতৃক্রোড়ে**।	— অধিকরণে ৭মী
বেলা যে পড়ে এল **জলকে** চল।	— নিমিত্ত সম্বন্ধে ৪র্থী
ভালবেসে যদি সুখ নাহি, তবে কেন এ মিছে **ভালবাসা**।	— কর্মে ৭মী, কর্মে শূন্য
মানুষকে মানুষ হতে হয়	— কর্মে ২য়া, কর্মে শূন্য
স্বীয় **চেষ্টায়**।	করণে ৭মী।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় **মাঠে**।	— কর্তায় শূন্য, কর্মে শূন্য, অধিকরণে ৭মী
লোকে বলে **প্রেম** আর আমি বলি **জ্বালা**।	— কর্তায় ৭মী, কর্মে শূন্য, কর্মে শূন্য
শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান **অন্যে** কভু নয়।	— কর্তায় শূন্য, কর্তায় ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা, **ঔষধ** দিব কোথা।	— অধিকরণে ৭মী, কর্মে শূন্য
ইহকাল **পরকাল** ভাবিয়া কাজ করিও।	— অধিকরণ বা কর্মে শূন্য
এসো তৃষ্ণার দেশে এসো কলহাস্যে ;	
গিরিদরি বিহারিণী-হরিণীর **লাস্যে**।	— করণে ৭মী
ঐ দেখা যায় তালগাছ ঐ আমাদের গাঁ	
এখানেতে বাস করে **কানাবগীর ছা**।	— কর্তায় শূন্য
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে	
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে	
ঘর গৌরবে **নব যৌবনা বরষা**	— কর্তায় শূন্য
শ্যাম গম্ভীর সরষা।	
কপোল ভাসিয়া গেল, দুই নয়নের জলে।	— কর্মে বা অধিকরণে শূন্য
কলের গান শোন।	— কর্মে শূন্য
কে **তোরে** সাজালো দিয়ে পত্র **পুষ্পদল**।	— কর্মে ৭মী, করণে শূন্য

ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ।	— অপাদান বা করণে ৭মী
ক্রোধে কুলক্ষয়।	— কর্মে শূন্য
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তৈল।	— অধিকরণে ৭মী, কর্মে শূন্য,
	অধিকরণে ৭মী, কর্মে শূন্য
গুরুজনে কর নতি।	— কর্মে বা সম্প্রদানে ৭মী
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।	— কর্মে শূন্য, কর্তায় শূন্য
	অধিকরণে ৭মী
গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ	— অধিকরণে শূন্য, কর্মে শূন্য,
আমার মন ভোলায় রে।	— কর্মে শূন্য
চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির।	— কর্মে শূন্য, অধিকরণে শূন্য,
	কর্মে শূন্য, অধিকরণে শূন্য, কর্মে শূন্য।
ছাদে পানি পড়ে।	— অপাদানে ৭মী।
ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী	— অধিকরণে শূন্য, কর্মে শূন্য,
বিরহ তপোবনে, আনমনে উদাসী।	— অধিকরণে ৭মী, কর্মে শূন্য
ছোট্ট আমার মেয়ে, সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে	— কর্তায় ৭মী,
সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে।	— অধিকরণে ৭মী
ঠাণ্ডা মাথায় কাজ কর।	— করণে বা অধিকরণে ৭মী
তুমি যে আমার কবিতা, আমার গানের রাগিণী	— করণে শূন্য,
আমার স্বপন আধো জাগরণ	— কর্মে শূন্য,
চিরদিন তোমারে চিনি।	— অধিকরণে শূন্য, কর্মে ২য়া
তুমি সন্ধ্যাকাশের তারার মত	— কর্তায় শূন্য, অধিকরণে ৬ষ্ঠী,
আমার প্রাণে জ্বলবে।	অধিকরণে ৭মী
তুমি যদি চাঁদ হও, নীল আকাশে	— কর্তায় শূন্য, কর্মে শূন্য, অধিকরণে ৭মী,
তারা হয়ে জেগে রব তোমার পাশে।	কর্মে ৭মী, অধিকরণে ৭মী
তোমার পতাকা যারে দাও	— সম্প্রদানে ৭মী,
তারে বহিবারে দাও শকতি।	সম্প্রদানে ৭মী, কর্মে শূন্য
তোমারে লেগেছে এত যে ভাল	— কর্মে ২য়া, কর্মে শূন্য
চাঁদ বুঝি তা জানে।	— কর্তায় শূন্য
দশে মিলে করি কাজ।	— কর্তায় ৭মী
হারি জিতি নাহি লাজ।	— কর্মে শূন্য
দুঃখ বিনা, সুখ লাভ হয় কি মহীতে?	— করণে শূন্য
দুঃখে যাদের জীবন গড়া	— করণে ৭মী.
তাদের আবার দুঃখ কিসের।	কর্মে শূন্য
ধন ধান্য পুষ্প ভরা,	— করণে শূন্য,
আমাদের এই বসুন্ধরা।	কর্তায় শূন্য

অনুশীলনী

১। "সকল সময় বিভক্তি দ্বারা কারক নির্ণয় করা যায় না"—উদাহরণসহ এই উক্তির যথার্থতা নিরূপণ কর।
২। করণ কারক ও অধিকরণ কারকের পার্থক্য উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
৩। যে কোন একটি কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও।
৪। সকল কারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও।
৫। সকল কারকে শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও।
৬। কারক ও সম্বন্ধ পদের পার্থক্য নিরূপণ কর।
৭। কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও।
৮। 'সংস্কৃতের ন্যায় বাংলায় কোন নির্দিষ্ট কারক বিভক্তি নাই'—বাংলা কারকে বিভক্তির সম্পর্কে এ উক্তির যথার্থ বিচার কর।
৯। 'কারক না হলেও ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা বাক্য রচনা সম্ভবপর। কিন্তু বিভক্তি বা বিভক্তি স্থানীয় শব্দের সাহায্য ছাড়া বাংলা ভাষায় কোন বাক্য রচনা সম্ভব নয়।'—এটি কি সত্য? আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।
১০। কারক কাকে বলে? কারক কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার কারকের একটি করে উদাহরণ দাও।
১১। বাংলা বাক্য কারক প্রধান নয়, বিভক্তি প্রধান।—আলোচনা কর।
১২। সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ কারক নয় কেন?
১৩। বাংলায় সম্প্রদান কারকের প্রয়োজন আছে কি?
১৪। বিভক্তির কাজ কি? বিভক্তি কয় প্রকার ও কি কি?
১৫। বাংলায় সম্প্রদান কারকের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার না করার কারণ ব্যাখ্যা কর।
১৬। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

	কারক	কারকের নাম	বিভক্তির নাম
১।	**সুখের** চেয়ে স্বস্তি ভাল।		
২।	সে চমৎকার **ফুটবল** খেলে।		
৩।	**কপালের** লেখা খণ্ডাবে কে?		
৪।	এক যে ছিল **রাজা**।		
৫।	**জ্ঞানে** বিমল আনন্দলাভ হয়।		
৬।	বেলা যে পড়ে এল **জলকে** চল।		
৭।	রেখো মা, **দাসেরে** মনে।		
৮।	**সর্বাঙ্গে** ব্যথা, **ঔষধ** দিব কোথা।		
৯।	**তিলে** তৈল হয়।		
১০।	**বাবাকে** বড় ভয় পাই।		
১১।	**গরুতে** গাড়ি টানে।		
১২।	নতুন **ধান্যে** হবে নবান্ন।		

	কারক	কারকের নাম	বিভক্তির নাম
১৩।	**আমার** যাওয়া হয় নাই।		
১৪।	**বিপদে** যেন করিতে পারি জয়।		
১৫।	**মনেতে** আগুন জ্বলে।		
১৬।	**সৎপাত্রে** দান কর।		
১৭।	তার **চোখ** দিয়ে পানি পড়ে।		
১৮।	**আমাকে** যেতে হবে।		
১৯।	**মাতাপিতার** সেবা কর।		
২০।	**ছেলেদের** বল দিয়েছি।		
২১।	ধর্মের কল **বাতাসে** নড়ে।		
২২।	**সর্বশিষ্যে** জ্ঞান দেন গুরু মহাশয়।		
২৩।	**পাপকে** ভয় কর।		
২৪।	**আকাশ** মেঘে ঢাকা।		
২৫।	**রতনে** রতন চেনে।		
২৬।	**বাঁশি** বাজে।		
২৭।	**মায়ে** ডাকে।		
২৮।	**লেজে** খেলায়।		
২৯।	সব **ঝিনুকে** মুক্তা মেলে না।		
৩০।	**গাঁয়ের** লোকেরা শহরে এসেছে।		
৩১।	অর্থ **অনর্থ** ঘটায়।		
৩২।	**পাঠেতে** মন দাও।		
৩৩।	সূর্য উঠলে **অন্ধকার** দূর হয়।		
৩৪।	জিজ্ঞাসিব **জনে জনে**।		
৩৫।	**দীনে** দয়া কর।		
৩৬।	**লোভে** পাপ, পাপে মৃত্যু।		
৩৭।	**যৌবনই** জীবনের উৎকৃষ্ট সময়।		
৩৮।	তার **ধর্মে** মতি আছে।		
৩৯।	**জলের** লিখন থাকে না।		
৪০।	**গাঁয়ে** মানে না, আপনি মোড়ল।		
৪১।	রোজ রোজ **কলেজ** পালাও কেন?		
৪২।	**পুলিশে** সংবাদ দাও।		
৪৩।	**তোমাকে** যেতে হবে।		
৪৪।	**অন্ধজনে** দেহ আলো।		

	কারক	কারকের নাম	বিভক্তির নাম
৪৫।	টাকায় কি না হয়।		
৪৬।	বসন্তে কোকিল ডাকে।		
৪৭।	তিনি হজ্বে গেছেন।		
৪৮।	দশে মিলি করি কাজ।		
৪৯।	বড় হও নিজের চেষ্টায়।		
৫০।	নকলের প্রবণতা আজকাল ছাত্রদের মধ্যে প্রবল।		
৫১।	ছোট মুখে বড় কথা মানায় না।		
৫২।	খুব ঠকা ঠকেছি।		
৫৩।	অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।		
৫৪।	কি ভয় মরণে রণে।		
৫৫।	ফুল দল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে।		
৫৬।	ডাক্তার ডাক।		
৫৭।	সমুদ্র জলে লবণ আছে।		
৫৮।	লোকে কিনা বলে।		
৫৯।	সমিতিতে চাঁদা দিতে হবে।		
৬০।	সৈন্যদল যুদ্ধে যাচ্ছে।		
৬১।	ভাতে পেট ভরে।		
৬২।	আমারে তুমি অশেষ করেছ।		
৬৩।	জীবে দয়া করে সাধুজন।		
৬৪।	শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল।		
৬৫।	বাদল-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।		
৬৬।	এমন দিনে বাইরে যেও না।		
৬৭।	আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।		
৬৮।	কালির দাগ সহজে ওঠে না।		
৬৯।	কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।		
৭০।	চাহি না করিতে বাদ প্রতিবাদ।		
৭১।	মূর্খেতে বুঝিতে পারে, পণ্ডিতে নাচার।		
৭২।	কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।		
৭৩।	তোমারে সঁপিনু মোর যাহা কিছু প্রিয়।		
৭৪।	শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না।		
৭৫।	বনে বনে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতাম।		
৭৬।	হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচে।		

	কারক	কারকের নাম	বিভক্তির নাম
৭৭।	না মরে পাষাণ **বাপ** দিলা হেন বরে।		
৭৮।	উদাস **ফাগুন হাওয়া** ডাকিছে আমারে।		
৭৯।	অন্ধবিশ্বাস **বুদ্ধিকে** হার মানায়।		
৮০।	এ **জমিতে** সোনা ফলে।		
৮১।	**আকাশে** চাঁদ উঠছে।		
৮২।	**বন্যায়** দেশ প্লাবিত হল।		
৮৩।	এমন **মেয়ে** আর দেখিনি।		
৮৪।	**বিপদে** অধীর হয়ো না।		
৮৫।	তিনি **ব্যাকরণে** পণ্ডিত।		
৮৬।	**মানুষ** ভাবে এক হয় আর এক।		
৮৭।	সে চমৎকার **ফুটবল** খেলে।		
৮৮।	ছেলেটা **স্কুল** পালিয়ে খেলা করছে।		
৮৯।	পুলিশ **চোর** ধরেছে।		
৯০।	**পড়াতে** তার মন বসে না।		
৯১।	**আমায়** বাড়ি যেতে হবে।		
৯২।	**বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে।		
৯৩।	জ্বলন্ত **অক্ষরে** লেখা।		
৯৪।	**লোকমুখে** খবর পেলাম।		
৯৫।	**সর্ব বিষয়ে** তার পাণ্ডিত্য আছে।		
৯৬।	**একদিন** সেখানে যেও।		
৯৭।	কলসীটা **কানায় কানায়** ভরা।		
৯৮।	**তোমার** যাওয়া উচিত।		
৯৯।	**সকলকে** মরতে হবে।		
১০০।	**সম্পত্তি** নষ্ট হয়েছে।		
১০১।	সে তাকে বড় **মার** মেরেছে।		
১০২।	সে **তাস** খেলে।		
১০৩।	**দরিদ্রকে** ধন দাও।		
১০৪।	আমি **দেশে** যাব।		
১০৫।	পাপী **পশুরও** অধম।		
১০৬।	**ছায়ায়** বস।		
১০৭।	সুন্দর দেখতে লাগছে **বিকালটাকে**।		
১০৮।	বড় লোকের **বড় কথা** আর কত শুনব ?		

	কারক	কারকের নাম	বিভক্তির নাম
১০৯।	রসগোল্লায় রস নাই, ছানাও নাই।		
১১০।	আমরা কানে শুনি, নাকে নিঃশ্বাস নেই।		
১১১।	সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না।		
১১২।	চোরাকারবারীকে প্রশ্রয় দিও না।		
১১৩।	সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।		
১১৪।	সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ নাগবালা।		
১১৫।	পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।		
১১৬।	তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।		
১১৭।	সুখে দিন কাটাও।		
১১৮।	কালির দাগ মুছে ফেল।		
১১৯।	পাগলে কি না বলে।		
১২০।	ভাল কলমে ভাল লেখা হয়।		
১২১।	সাপুড়ে সাপ নিয়ে খেলা করে।		
১২২।	আর স্কুল পালায়ো না।		
১২৩	আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক।		
১২৪।	হাতে তৈরি সুতায় ভাল জামা হয়।		
১২৫।	এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।		
১২৬।	সাপুড়ে সাপ খেলাতে এসেছে।		
১২৭।	যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি।		
১২৮।	অবশেষে তার রণে ভঙ্গ দিতে হল।		
১২৯।	হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবে না।		
১৩০।	এই কাজে অবহেলা করবে না।		
১৩১।	লেখাপড়ায় তোমার মন নেই।		
১৩২।	ওকে হাতে মারব না, ভাতে মারব।		
১৩৩।	ঢাকা থেকে কুমিল্লা বেশি দূরে নয়।		
১৩৪।	কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা।		
১৩৫।	তিনি ছাত্রদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন।		
১৩৬।	বড় দুঃখে তার দিন কাটে।		
১৩৭।	আমায় একটু সাহায্য করুন।		
১৩৮।	ভূতের ভয়ে দিনেও কেউ ও বাড়ি যায় না।		
১৩৯।	পাপের ফল হাতে হাতে পাবে।		

	কারক	কারকের নাম	বিভক্তির নাম
১৪০।	**যাবার** সময় হল বিহঙ্গের।		
১৪১।	আমি কি ডরাই সখী ভিখারী **রাঘবে**?		
১৪২।	**বিপদে** মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা।		
১৪৩।	**সুখে** কাল যাপন কর।		
১৪৪।	**দিন দিন** চন্দ্রকলা বৃদ্ধি পেতে লাগল।		
১৪৫।	আমি **কোথাও** যাব না।		
১৪৬।	**আমার** ওপর রাগ করো না।		
১৪৭।	আমি **কোথায়** পাব **তারে**।		
১৪৮।	**যাবার** বেলা পিছু ডাকে।		
১৪৯।	চিন্তায় **চিন্তায়** তার শরীর ভেঙে গেছে।		
১৫০।	আপনি **কি** বলতে চান?		
১৫১।	**আমারে** কে নিবি ভাই?		
১৫২।	আমাদের **দেশে** হবে সেই ছেলে কবে?		
১৫৩।	**কোথাও** তাঁকে খুঁজে পেলাম না।		
১৫৪।	**একদিন** চিনে নেব তারে।		
১৫৫।	আপনার **দেশ** কোথায়?		
১৫৬।	পথের **ধারে** আমার বাড়ি।		
১৫৭।	আমার **গাড়িটা** আজ বিকল হয়ে গেছে।		
১৫৮।	চোখের **পানিতে** বুক ভাসিয়ে দিল।		
১৫৯।	কাজের **বেলা** গোল করো না।		
১৬০।	**ভাগ্যে** তোমার দেখা পেলাম।		
১৬১।	আপনি **কোথা** থেকে আসছেন?		
১৬২।	ওর **বাড়িটা** কোথায় বলতে পারেন?		
১৬৩।	**কাঁচের** জিনিস সহজে ভাঙে।		
১৬৪।	সে কি **কান্নাটাই** কাঁদল।		
১৬৫।	**ধনী** অপেক্ষা মানী শ্রেয়।		
১৬৬।	আমার **ভাত** খাওয়া হল না।		
১৬৭।	**সুখের লাগিয়া** এঘর বাঁধিনু।		
১৬৮।	লোভে পাপ, **পাপে** মৃত্যু।		
১৬৯।	সে **নাচে** তটিনী জল টলমল টলমল।		
১৭০।	এই **ঘরের ছাদে** জল পড়ে।		
১৭১।	**আমা** হতে এ কার্য হবে না সাধন।		
১৭২।	মুনীর **আজ** এসেছে।		
১৭৩।	তিনি **জ্বরে** শয্যাগত।		